

লোক সেবা শিবির

LOKE SEVA SHIBIR

লোক সেবা শিবির-এর প্রকাশনায় স্বাগত।

Welcome to the world of Loke Seva Shibir Publication.

বইয়ের তালিকা

বৈশাখ ১৪৩৩

Loke Seva Shibir

Address: D 9/5, Karunamayee Housing Estate

Salt Lake (Sec II), Kolkata 700 091, West Bengal, India

Call/WhatsApp: +91 94331 28555

Email: lokesevashibir@gmail.com

Facebook: @LokeSevaShibir

Website: <https://www.lokesevashibir.org/>

লোক সেবা শিবির

ডি ৯/৫, করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট

সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১

কথাবার্তা/হোয়াটসঅ্যাপ: +৯১ ৯৪৩৩১ ২৮৫৫৫

ই-মেল: lokesevashibir@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.lokesevashibir.org

ব্যক্তিত্ব

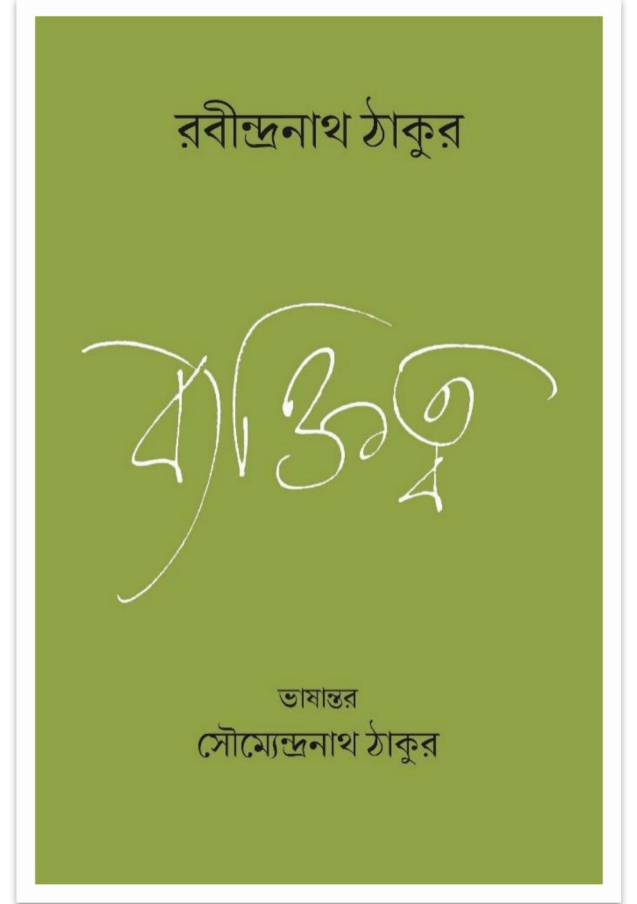
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যক্তিত্ব

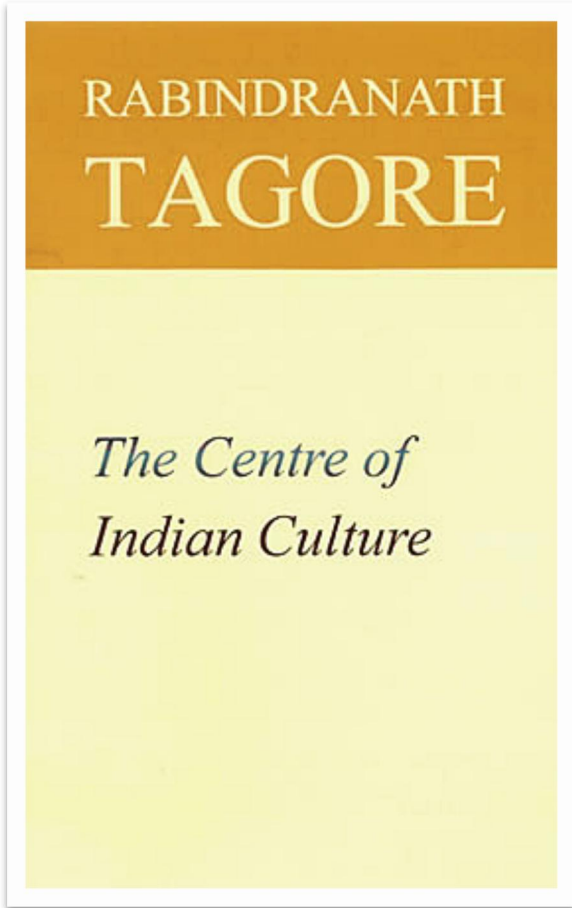
১৮০ টা.

বক্তৃতা হিসেবে পঠিত এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ইংরেজিতেই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যা সংকলিত হয় *Personality* গ্রন্থে। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহত হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাপান অভিযুক্ত যান, সেখান থেকেই পরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। যাত্রাপথেই *Personality* গ্রন্থের বক্তৃতাগুলি লেখা হয়। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি মৌলিক। এখানে আলোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাংলা রচনায় এলেও এ বইয়ের অন্তর্গত কোনও প্রবন্ধই পূর্বরচিত কোনও বাংলা রচনার অনুবাদ নয়।
ভাষান্তর: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[Read More](#)



THE CENTRE OF INDIAN CULTURE



Rabindranath Tagore

The Centre of Indian Culture

(Edition exhausted, to be reprinted)

বক্তৃতা হিসেবে ১৯১৯ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে প্রদত্ত এই বক্তৃতাটি সম্ভবত এ দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজি বক্তৃতা। নতুন সংস্করণ আসন্ন।

This lecture delivered by Rabindranath Tagore on 9th February, 1919 is supposed to be the first lecture delivered by him in English in India. It deals with what should be the ideals of education in India.

[Read More](#)

A LETTER TO A HINDU

Leo Tolstoy

A LETTER TO A HINDU

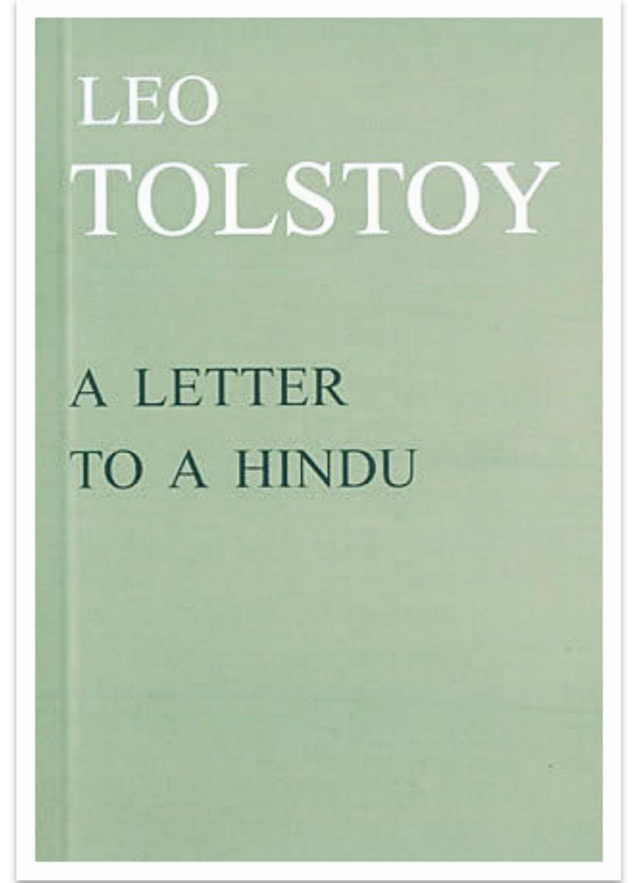
The Subjection of India — Its Cause and Cure

(Edition exhausted, to be reprinted)

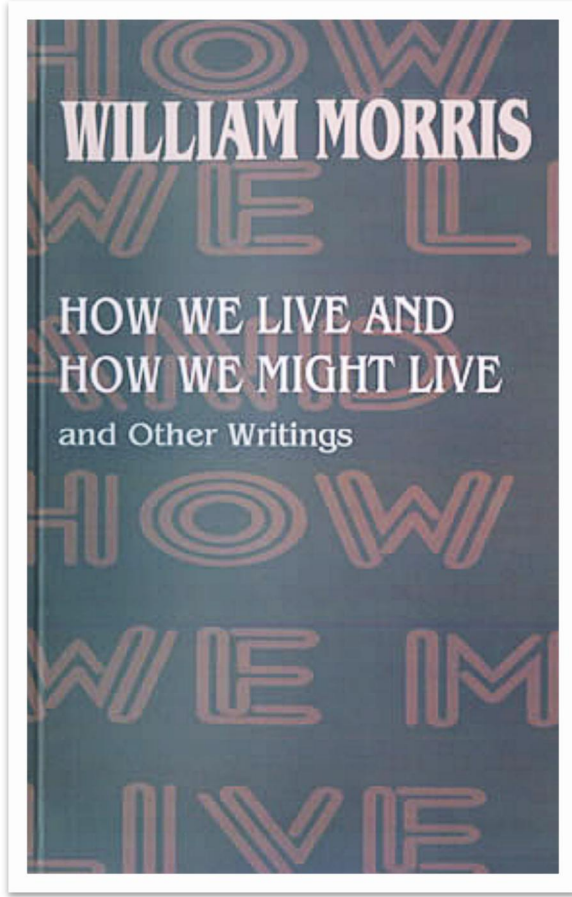
আজ থেকে প্রায় একশো বছরেরও আগে 'ফ্রি হিন্দুস্তান'-এর সম্পাদককে এই চিঠি দিয়েছিলেন লিও তলস্টয়। মূল রুশ থেকে পরে তা ভাষান্তরিত ও প্রকাশিত হয় মহাত্মা গান্ধির আগ্রহে। এর একটি ভূমিকাও লিখে দেন তিনি। নতুন সংস্করণ।

Leo Tolstoy had written this letter to the editor of 'Free Hindusthan' more than almost one hundred years ago. Mahatma Gandhi paid keen interest in translating this letter from original Russian and publish it. He also wrote an introduction for it. Complete new edition.

[Read More](#)



HOW WE LIVE AND HOW WE MIGHT LIVE



William Morris

HOW WE LIVE AND HOW WE MIGHT LIVE

INR 120

লেখক ও শিল্পী এবং সেই প্রথম যুগের ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী উইলিয়াম মরিস-এর লেখাপত্রের এই সংকলনে 'আর্ট অ্যান্ড সোশ্যালিজম'-এর মতো তাঁর কয়েকটি সুখ্যাত লেখাও যেমন আছে, তেমনই আছে তুলনায় স্বল্প-পরিচিত ক'টি লেখা।

This compilation of essays by writer, artist and British socialist of the initial era, William Morris, consists of famous 'Art and Socialism' as well as other lesser-known essays.

[Read More](#)

WALKING

Henry David Thoreau

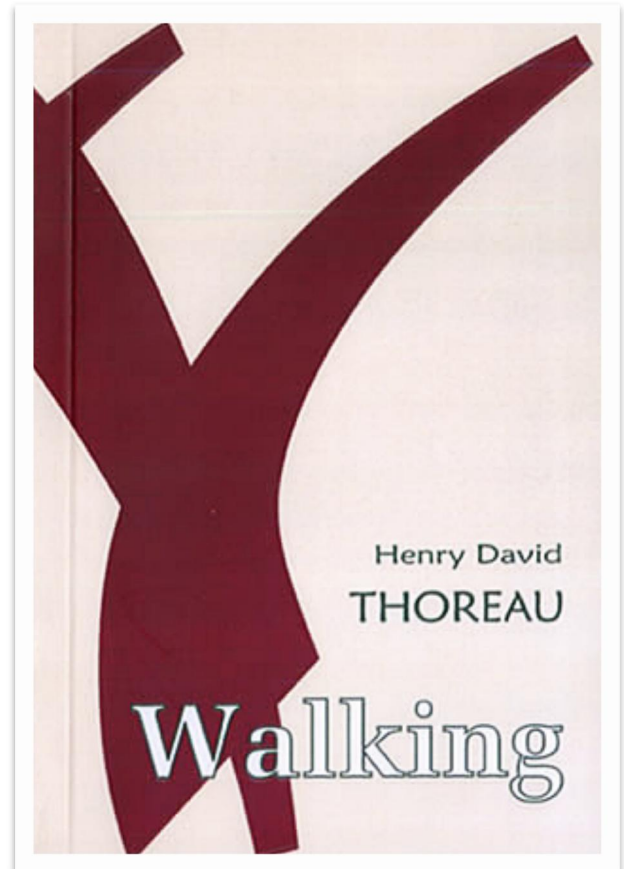
Walking

INR 60

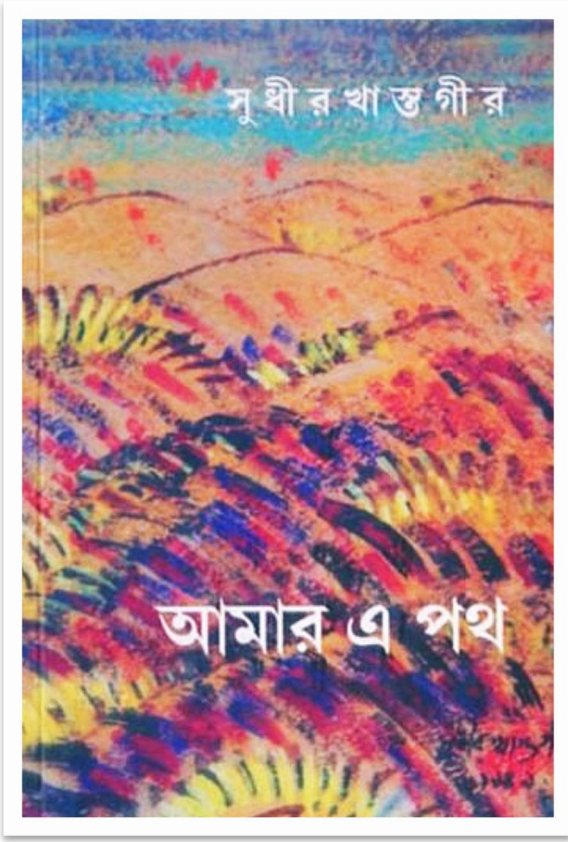
Walden ও *Civil Disobedience*-এর লেখক হিসেবে থরো-র নাম জানেন না, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'হাঁটা'র সূত্রপাত ১৮৫১ সালে এক বক্তৃতার সূত্রে। নানা কারণে থরো-র লেখাপত্রের পুনর্পাঠ জরুরি, সেই সূত্রে বইটির প্রকাশ।

It is hard to find any reader who is not familiar with Henry David Thoreau, the author of *Walden* and *Civil Disobedience*. 'Walking' began as a lecture delivered at the Concord Lyceum on April 23, 1851.

[Read More](#)



আমার এ পথ



সুধীর খাস্তগীর

আমার এ পথ

২০০ টা.

প্রথিতযশা শিল্পীর জীবনস্মৃতি, তাঁর নিজেরই কলমে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র, আচার্য নন্দলাল বসুর প্রত্যক্ষ শিষ্য, রামকিঙ্কর-বিনোদবিহারীর সহপাঠী সুধীর খাস্তগীর শিল্পের বিবিধ মাধ্যমে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র *প্রবাসী*-তে একদা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই স্মৃতিকথা এখন গ্রন্থাকারে।

[Read More](#)

ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় রামায়ণ-মহাভারত চৰ্চা

প্রসঙ্গ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

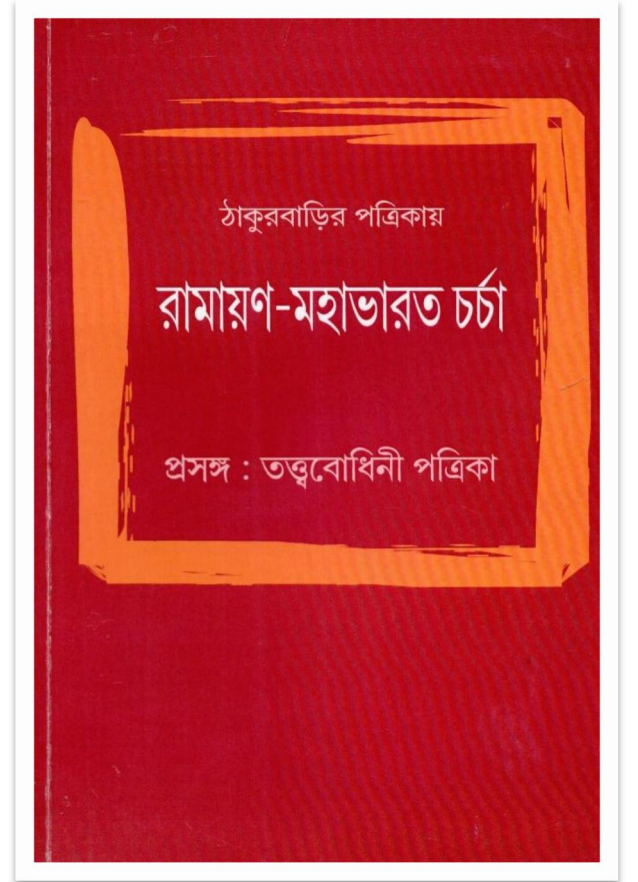
ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় রামায়ণ-মহাভারত চৰ্চা

প্রসঙ্গ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

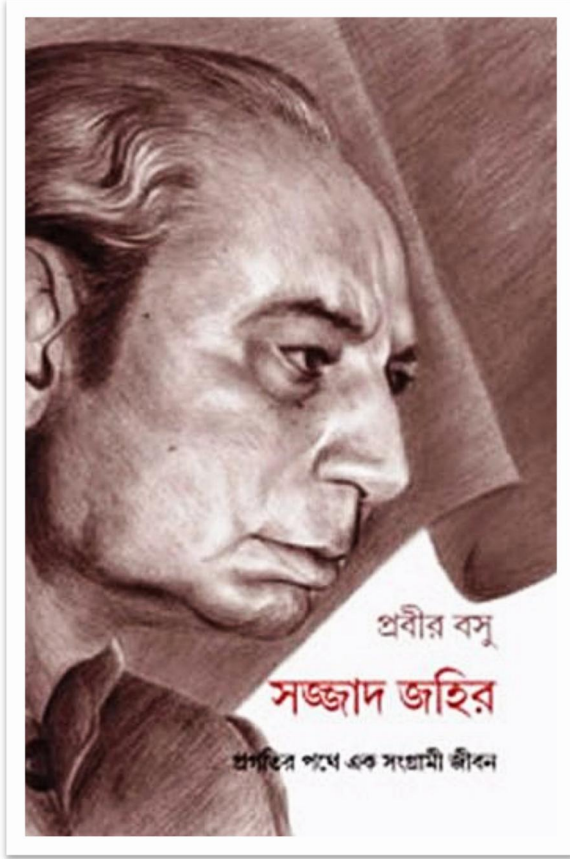
(সংস্করণ নিঃশেষিত, পুনর্মুদ্রণ আসন্ন)

১৮৪৩ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৮৫১-৫২ শকে এই পত্রিকায় রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে চৰ্চা এক অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়, যা এই দুই মহাকাব্য-চৰ্চার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এই বইয়ে ঐ পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রকাশিত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা একত্রে সংকলিত হল। সংকলন ও সম্পাদনা: প্রত্যাশকুমার রীত।

[Read More](#)



সজ্জাদ জহির : প্রগতির পথে এক সংগ্রামী জীবন



প্রবীর বসু

সজ্জাদ জহির : প্রগতির পথে এক সংগ্রামী জীবন

১৫০ টা.

গত শতকের ত্রিশের দশকে তামাম দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের ভিতরে চূড়ান্ত মেরুকরণের ফলে ঘনীভূত সংকট, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশীয় সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের জন্য সার্বিক আর্তি—মূলত এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় ‘প্রগতিশীল লেখক সংঘ’। সজ্জাদ জহির ছিলেন তার প্রধান হোতা। সমকালে যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃতিচেতনা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা অসম্পূর্ণ থাকে, তিনি তাঁদের অন্যতম। যে-তাগিদ থেকে সজ্জাদরা কাজ শুরু করেন সে সময়ে, নানা আঁকাবাঁকা পথে তা ইদানীং নজরের আড়ালে চলে গেলেও, তার মূল উদ্দেশ্য আজও সমানভাবে উপস্থিত। এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখে এই বই।

[Read More](#)

প্রবাসী'র রামায়ণ-মহাভারত

প্রবাসী'র রামায়ণ-মহাভারত

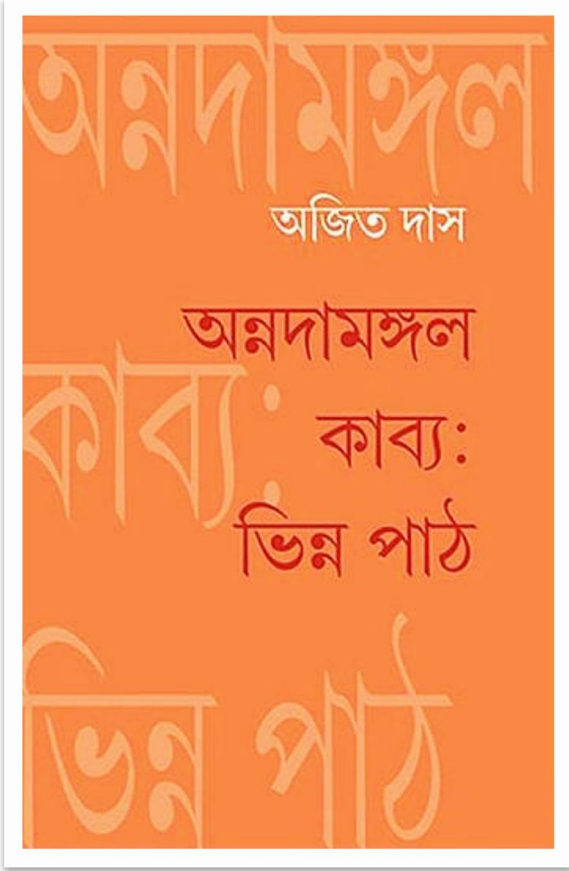
(সংস্করণ নিঃশেষিত, পুনর্মুদ্রণ আসন্ন)

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবাসী পত্রিকা দীর্ঘ সময় ধরে (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই পত্রিকায় প্রায়শ কোনও একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসারিত হয়েছে অনেকগুলি সংখ্যায়। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে সে আলোচনায় হয়তো যোগ দেননি, কিন্তু তার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এ ভাবেই রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে একদা গভীর আলোচনায় মেতে ওঠেন বহু গুণীজন। উৎকর্ষতায় তুলনাহীন সেই সব রচনা বাংলা সাহিত্যে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকার মতো। হারিয়ে যাওয়া সেই সব রচনা এই প্রথম একত্র করে সংকলিত হল। সংকলন ও সম্পাদনা: প্রতীষকুমার রীত।

[Read More](#)



অন্নদামঙ্গল কাব্য : ভিন্ন পাঠ



অজিত দাস

অন্নদামঙ্গল কাব্য : ভিন্ন পাঠ

৭৫ টা.

মধ্যযুগের শেষ বা আধুনিককালের প্রথম বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ব্যক্তিজীবন এবং তৎকালীন বঙ্গজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দীর্ণ হয়ে লিখেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্য। কবির সেই রূপকধর্মী মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে লেখকের হাত ধরে চমৎকার এক বিশ্লেষণ পাঠক পাবেন এই বইয়ে।

[Read More](#)

বাল্মীকি-রামায়ণের স্থান-কালক্রম ও সমাজ

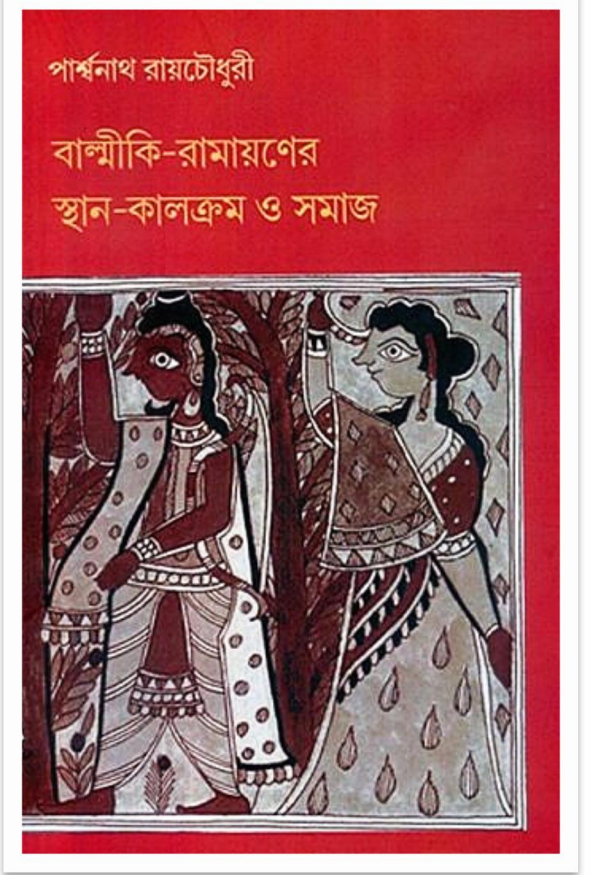
পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী

বাল্মীকি-রামায়ণের স্থান-কালক্রম ও সমাজ

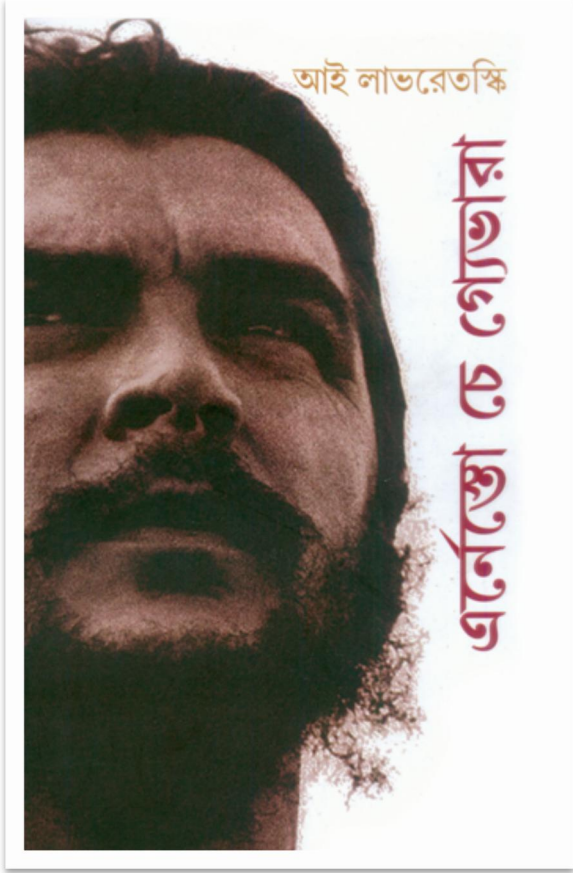
৭৫ টা.

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, রামায়ণের কথা একাধারে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সুসংস্কৃত জীবনের কথা এবং মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনে গুচিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা। বাল্মীকির বর্ণনানুসারে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের যাত্রাপথের সূচি ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন লেখক।

[Read More](#)



এর্নেস্তো চে গ্যোভারা



আই লাভরেতস্কি

এর্নেস্তো চে গ্যোভারা

৪৯৫ টা.

কমিউনিস্টরা সমাজ-বিবর্তনে ব্যক্তির ভূমিকাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তিমানুষই সব ছেড়ে বিপ্লবে আত্মত্যাগ দেয়, যখন সামনে থাকেন চে। জন্মসূত্রে আর্জেন্টিনীয়, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে লড়লেন গুয়াতেমালায়, কুয়াবায়, বলিভিয়ায়... চষে বেড়ালেন তামাম দুনিয়া, বিপ্লব আর মানবমুক্তির বার্তা নিয়ে। আজকের এই তথাকথিত বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের সংকীর্ণ পরিসরের বিরুদ্ধে সর্বার্থে আপাদমস্তক আন্তর্জাতিক এই মানুষটিকে ফের পড়ে দেখার জন্যই এই বই। ভাষান্তর: বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য।

[Read More](#)

চৈতন্যদেব প্রসঙ্গ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

চৈতন্যদেব

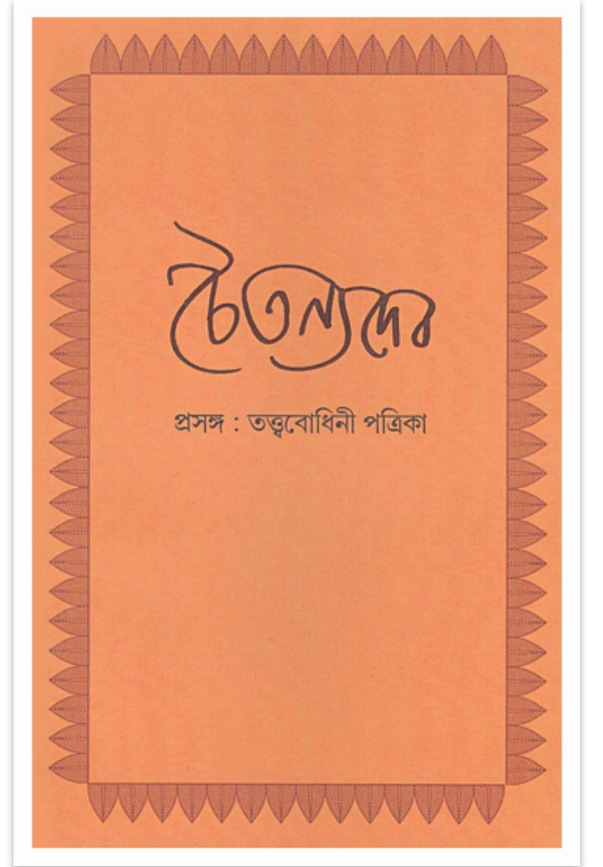
প্রসঙ্গ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

২০০ টা.

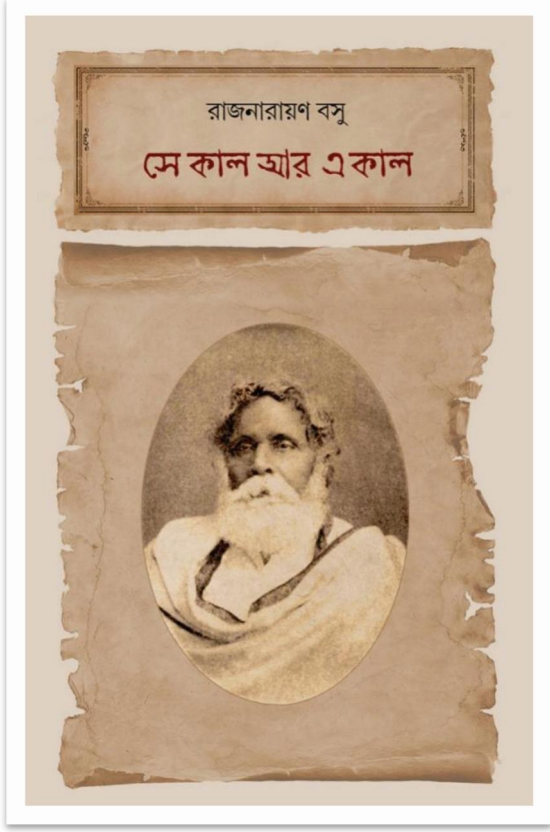
সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার পত্রিকার ইতিহাসেও এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-তে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশে বিজ্ঞান, ভাষা, সংগীত, ভ্রমণ, রামায়ণ-মহাভারত, ধর্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে চর্চার মতো চৈতন্য-চর্চার বিষয়টিও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস। চৈতন্যদেব সমাজবিপ্লবী রূপে যুগান্তর আনয়ন করে হয়ে ওঠেন ‘ভারত-পথিক’। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর অবদান অসীম। চৈতন্য-চর্চার ধারায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র মর্যাদাকে চিহ্নিত করতেই এ গ্রন্থের অবতারণা। পাঠক এখানে চৈতন্য-জীবনীর নূতন উপাদানের সাক্ষাৎ পাবেন।

সংকলন ও সম্পাদনা: প্রতীষকুমার রীত।

[Read More](#)



সে কাল আর এ কাল



রাজনারায়ণ বসু

সে কাল আর এ কাল

১২৫ টা.

উনিশ শতকে চিন্তাভাবনায় ও সমাজসংস্কারে যে-ক'জন ব্যক্তি এ সমাজকে গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম চিন্তক রাজনারায়ণ বসু। জন্ম ১৮২৬-এ। স্বীশিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার উন্নতি, সার্বিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষকতার পাশাপাশি 'হিন্দুমেলা', 'সঞ্জীবনী সভা' ইত্যাদি বিবিধ গুপ্ত ও প্রকাশ্য সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

এই গ্রন্থটি আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে প্রকাশিত হলেও তৎকালীন সমাজ ও তার উন্নতি নিয়ে লেখকের সরস ও বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার হৃদিশ পাঠক এতে পাবেন, যা অনেকাংশে আজও প্রায় প্রাসঙ্গিক।

[Read More](#)

রাঙাধুলোর ভাঙাপথে

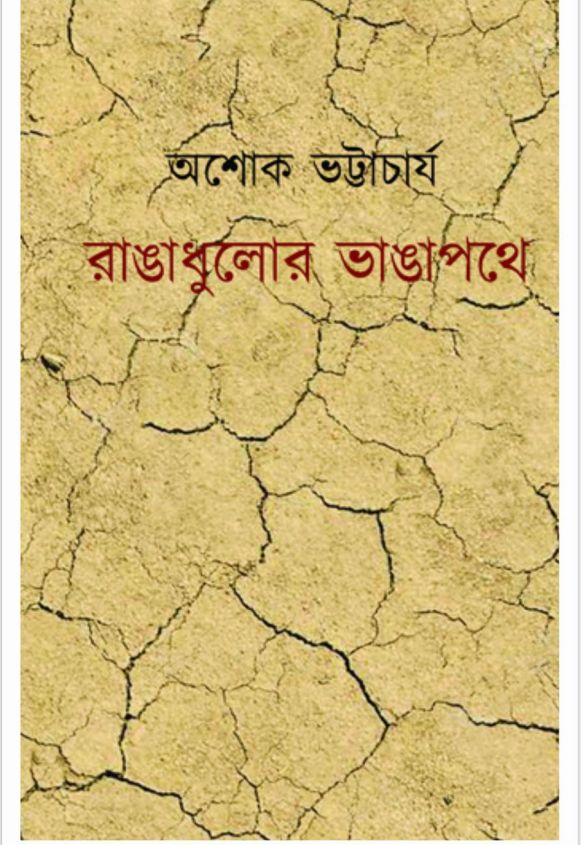
অশোক ভট্টাচার্য

রাঙাধুলোর ভাঙাপথে

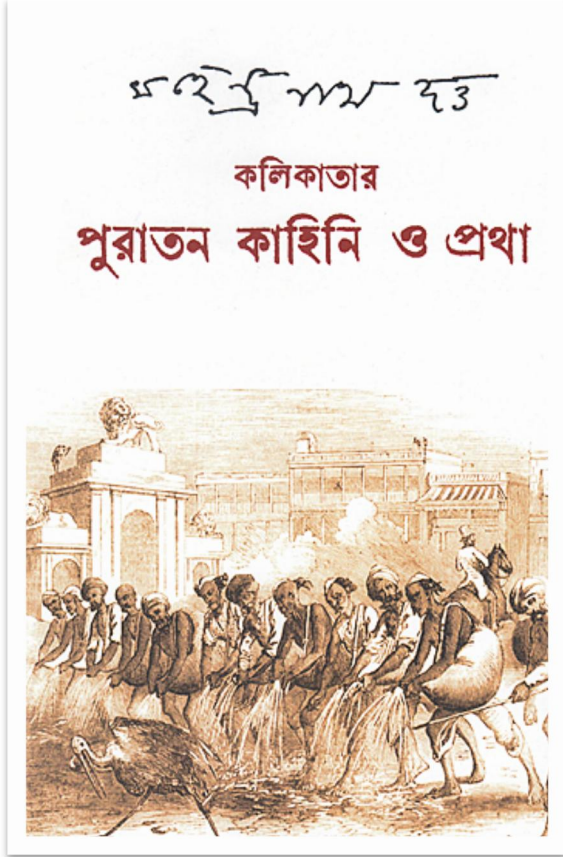
২০০ টা.

জীবন-সায়াহে এসে যখন কেউ স্মৃতিরোমস্থানে আত্মজৈবনিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতে বসেন, তখন আনন্দের হোক বা দুঃখ-বেদনার হোক, স্মৃতিচারণের উষ্ণতায় সেগুলি মধুরই হয়ে ওঠে। তবে ইতিহাস-সচেতন, সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন লেখক সেগুলিকে নির্মোহভাবে তুলে ধরেন নিরপেক্ষ চেতনায়। উদাহরণ অশোক ভট্টাচার্য। একজন বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তির লেখা বলেই এ বইতে রাজনীতি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। শুরু যদিও তাঁর শৈশবকালের কিছু ঘটনার বর্ণনায়, তবু রাজনীতির চালচিত্র রচনায় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চল্লিশের দশকের কূট-কালো রাজনীতির পাশাপাশি তৎকালীন মার্কসবাদী রাজনীতি ও তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণও উঠে এসেছে এ লেখায়, যা কালের ও সমাজের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তৎকালীন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিসরের ছোট-বড় নানা ঘটনা লেখক তাঁর নিজের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন, যার অনেকটাই প্রচলিত ইতিহাস-চর্চায় পাওয়া যাবে না।

[Read More](#)



কলিকাতার পুরাতন কাহিনি ও প্রথা



মহেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতার পুরাতন কাহিনি ও প্রথা

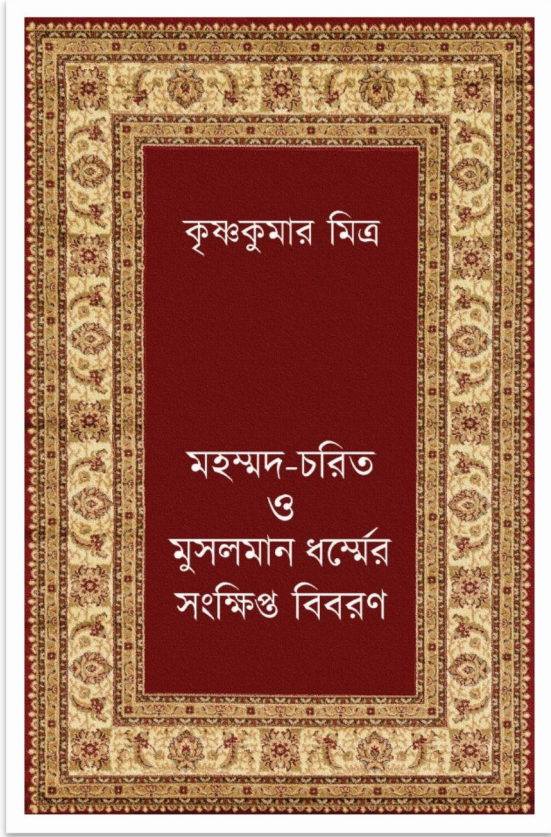
১৮০ টা.

“একপ্রকার মুরব্বি দেখা দিয়াছিল যাহাদিগকে ‘ভোজপন্ডে’ বলিত, অর্থাৎ যাহাদের ভোজন পণ্ড করিবার কাজ ছিল। তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া লোকেদের বাটি যাইয়া তাহাদের বংশের কোনো কুৎসা রচনা করিয়া সমস্ত পণ্ড করিত। মুরব্বি না-খাইয়া গেলে অপরেও খাইত না। এইরকম দু-চারটি ব্যাপার হওয়ায় পাচক-ব্রাহ্মণের প্রথা উঠিল। তাহারা রন্ধন তেমন করিতে না-পারিলেও ভোজপন্ডেকে গালাগালি দিতে বিশেষ পটু ছিল। ভোজপন্ডেরা দু-চার জায়গায় অপমানিত হওয়াতে তাহাদের প্রতাপ কমিয়া গেল, পরে লোপ পাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গিল্লিদের হাতের সোনামুগের ডাল, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট উঠিয়া গেল। কলিকাতায় গিল্লিদের ভোজরন্ধন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার ইহা একটি কারণ। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে পারে, সেখানে পাচক-ব্রাহ্মণের প্রতাপ নাই।”

উনিশ তথা বিশ শতকের প্রথমের কলকাতা, তার সমাজের এক চমৎকার ছবি লেখক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছেন, যা এই শহরের ইতিহাসে আগ্রহীদের আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

[Read More](#)

মহম্মদ-চরিত ও মুসলমান ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ



কৃষ্ণকুমার মিত্র

মহম্মদ-চরিত ও মুসলমান ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২২৫ টা.

“মহম্মদের সময়ে কন্যাগণের পিতৃধনে কোন অধিকার ছিল না। পুত্র বর্তমানে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন দেশে পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। সুসভ্য খৃষ্টান ও সুসংস্কৃত হিন্দু জাতি পুত্র বর্তমানে কন্যাকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। কিন্তু সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত মহম্মদ যেমন পুত্রকে, তেমনই কন্যাকে পিতার ধনে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। নারীজাতির সাংসারিক অধিকার প্রাচীন কোন ধর্মপ্রচারকই এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।”

“বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে যাহাদের উন্নতির বিন্দুমাত্র আশা ছিল না, বর্বরতা ও মূর্থতার অতলস্পর্শ কূপে যাহারা ডুবিয়াছিল, মহম্মদের আস্থানে তাহারা জীবন পাইয়া জগতে জ্ঞান ও ধর্ম, সভ্যতা ও উন্নতির বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল; অনন্ত দুর্গতিগ্রস্ত ও পরপদানত জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল; ইউরোপ যখন অসভ্য জাতির লৌহনিগড় গলায় পরিয়া মহা-অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, তখন মুসলমানগণ জ্ঞানজ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্ধ নরনারীর পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। মুসলমান হইতেই বর্তমান ইউরোপের উন্নতির সূত্রপাত হয়।”

বর্তমান ভারতবর্ষের এক কঠিন সময়ে উনিশ শতকের লেখক কৃষ্ণকুমার মিত্রের

এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই এর প্রকাশ করা হলো।

[Read More](#)

কার্ল মার্কস, যেমন মানুষ

পল লাফার্জে

কার্ল মার্কস, যেমন মানুষ

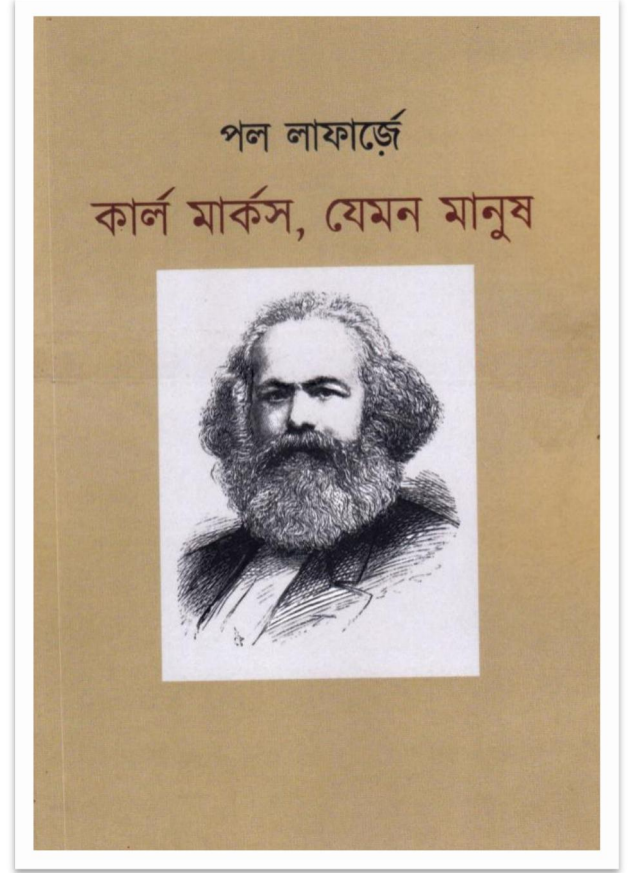
৬০ টা.

কার্ল মার্কস-এর জন্ম ৫ মে, ১৮১৮, দুশো বছর আগে। সারা জীবনই অধ্যয়ন করে কাটিয়েছেন, শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, বস্তুবাদী দর্শনকে নতুনভাবে জানতে শিখিয়েছেন, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বিকতা যুক্ত করে। মানুষের মুক্তির প্রতি অপারিসীম দায়বদ্ধতা থেকে তীব্র আর্থিক সংকট এবং পারিবারিক দুর্দশাকে অতিক্রম করে কাজ করেছেন, নতুন দিশা দেখিয়েছেন।

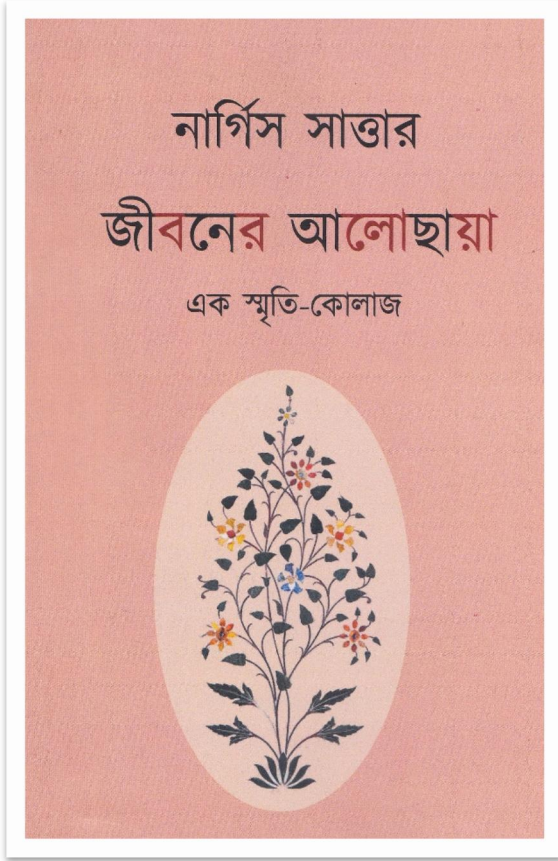
মার্কস মারা যান ১৪ মার্চ, ১৮৮৩। তাঁর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেন, ‘১৪ মার্চ, বিকাল সোয়া তিনটেয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ তাঁর চিন্তাভাবনা থামিয়ে দিয়েছেন। যুগে যুগে তাঁর নাম এবং কাজ মানুষ স্মরণ করবেন।’

বিরলতম প্রতিভাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার এই শিক্ষককে ফিরে পড়ার জন্যই এই বইয়ের প্রকাশ। ভাষান্তর: অমিত লাহিড়ী।

[Read More](#)



জীবনের আলোছায়া এক স্মৃতি-কোলাজ



নার্গিস সাত্তার

জীবনের আলোছায়া

এক স্মৃতি-কোলাজ

১৫০ টা.

“আমার প্রথম মসজিদে প্রবেশ, প্রথম সিপারা পড়া আর রোজা রাখার অভিজ্ঞতা আজও মনে আছে। তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না আমার ক্ষেত্রে। ধর্মীয় পরিবেশে বড় না-হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘটল, বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের দেখা-দেখি। আমাদের গ্রাম মুসলিম-প্রধান। ধর্মাচরণ না-করার জন্য গ্রামবাসীরা কোনোদিন কটু মন্তব্য করেননি। ভেবে আশ্চর্য হই। নিরপেক্ষ হয়েছি তাঁদের উদার সহিষ্ণুতার জন্যই। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। রোজার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সব ব্যাপারে সংযমী করা। কোরান তা-ই বলে। কিন্তু গোঁড়া মুসলিমরা, কোথাও কেটে গেলে, ডেটল বা মারকিউরোক্রম-ও ব্যবহার করেন না, রোজা রাখলে। যত্রতত্র থুতু ফেলে পরিবেশ নরকে পরিণত করেন। আমি রোজার দিন গেয়ে উঠলাম— ‘প্রভু, মারো, মারো।’”

“বাংলা-বিহার-ওড়িশার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহর ভাঙা, অবহেলিত সমাধি দেখে বাবার মন ভারাক্রান্ত হলো। ব্রিটিশদের চরম অবহেলা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। মনে হলো, এটা বাঙালির পক্ষে চরম অপমান। নদীর এক পারে মসজিদ, অন্য তীরে রাধামাধবজির মন্দির। সন্ধ্যার বাতাসে একই

সঙ্গে আজান ও শঙ্খধ্বনি, তাঁর কানে বাজল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মধুর সুরের ধারা।”

সপ্ততিপূর লেখিকার এই কোলাজ-ধর্মী স্মৃতিকথায় তাঁর জীবনের একটা বড় সময়ের কথা পাঠক এই বইতে পাবেন। সেখানে তাঁর রাজনৈতিক পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন, নানা মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ে এক উল্লেখযোগ্য বয়ান বেশ আকর্ষণীয়।

[Read More](#)

অজানা বিদ্যাসাগর অনন্য দিশারি

বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ

অজানা বিদ্যাসাগর

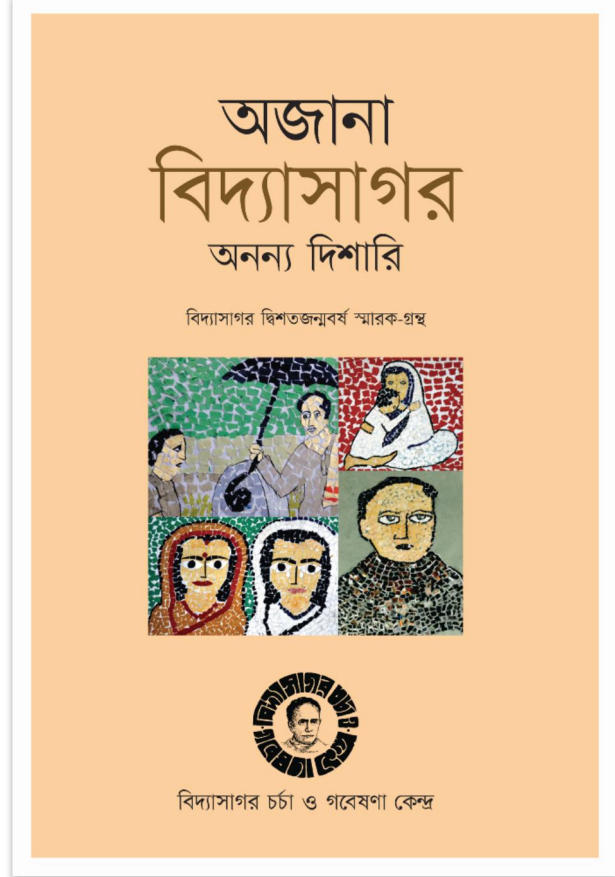
অনন্য দিশারি

২৫০ টা.

“একালের বিদ্যাসাগরচর্চা বিদ্যাসাগরের কর্ম ও ভাবনার নয়া দিগন্ত উন্মোচন করেছে নিত্যনতুন আবিষ্কারে। সেখানে আমরা দেখি অক্ষয়কুমার দত্তের মতো একজন বিজ্ঞানমনস্ক, সেকুলার চেতনার বিদ্যাসাগরকে। দেখি তাঁর ভাবনা ও কর্মে কৃষিবিষয়ক আধুনিক চেতনার প্রকাশ। আরও দেখি সমাজে তাঁর চিকিৎসাবিষয়ক তৎপরতার প্রকাশ। সেই সঙ্গে বহুমাত্রিক কর্মোদ্যোগ। তখন মনে হয়, তাঁর কর্মোদ্যোগের আধুনিকতা তাঁর গভীর পাঠের পাণ্ডিত্য ও শ্রেণিচিত্রিত অতিক্রম করে গেছে।

“তাঁর শিক্ষা-ভাবনা একদিকে মাতৃভাষাভিত্তিক স্বাদেশিকতায়, অন্য দিকে তাঁর সাহিত্যসাধনায় নিহিত উদ্দেশ্য ঘর-বাহির একাকার করে সমাজে আধুনিকতার ভিত তৈরি করা। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে অনুবাদের প্রাধান্য— যেমন, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, তেমনই একই ধারার বিদেশি তথা ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদে। উদ্দেশ্য, বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনায় ভিনমাত্রিক জাগরণ ঘটানো। বহুমুখী প্রতিভার আকর বিদ্যাসাগর নিজে শিক্ষক, তাই সমাজকে সুশিক্ষিত করে তোলার আশ্রয় চেপ্টা চালিয়েছেন। এখানে তাঁর স্বশ্রেণির প্রাধান্য থাকলেও বাদ যায়নি নিম্নবর্গীয় সমাজ। শেষ জীবনে বর্ধমান হয়ে কর্মার্টাড়ে সাঁওতালদের শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা যায় জনবান্ধব বিদ্যাসাগরকে। এখানে তিনি পুরোপুরি শ্রেণিনির্বিশেষ। তুলনীয় ভুবনডাঙার রবীন্দ্রনাথ।”— আহমদ রফিক। বিদ্যাসাগরের বহুমুখী সমাজ-ভাবনা, শিক্ষা-ভাবনা (বিশেষত নারীশিক্ষার বিস্তারে), কৃষি-ভাবনা, সর্বোপরি মানবহিতকর বহুবিধ ভাবনা ও কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন রচনার সমাহার এ-বই। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজের অনালোকিত দিকগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশিত। পরিবেশক : লোক সেবা শিবির।

[Read More](#)



বদল

ফ্রানৎস কাফকা

বদল

১২০ টা.

ফ্রানৎস কাফকা

বদল



কী ভাবে কোনো সমাজ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করে, কী ভাবে স্বতন্ত্র, অসদৃশ কাউকে অবজ্ঞা উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা হয়, বাদ দিয়ে, ছেঁটে ফেলে শেষ পর্যন্ত দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় — এই সহর্মিতার অভাব আর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, এই ভীতিপ্রদ বাস্তবিক আতঙ্ক, যার ফলে একা ব্যক্তির মৃত্যুকেই বেছে নেওয়া ছাড়া গতান্তর থাকে না — সেই বিভীষিকার অনুপঞ্জ দলিল Die Verwandlung লেখা হয় ১৯১২ সালে।

সমাজ, পরিবার আর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশার মুখোমুখি নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনকালে প্রতিহত হতে-হতে ফ্রানৎসও গুটিয়ে নিয়েছেন ক্রমাগত নিজেকে। সম্ভবত, সেই কারণেই চেয়েছিলেন তাঁর কোনো লেখাই যেন কেউ না পড়েন। ধন্যবাদ মাক্স ব্রডকে, যাঁর উদ্যোগ ব্যতীত অচেনাই থেকে যেতেন এই মহান শিল্পী, একশো বছর পেরিয়েও যাঁকে সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে বলে মনে হয়।

আজকের দুনিয়ায় যখন ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রতিপদে লাঞ্চিত, তখন কাফকার এই মনন ফিরে দেখা আর অনুভব করার জন্যেই এই উদ্যোগ। মূল জার্মান থেকে ভাষান্তর : অমিত লাহিড়ী

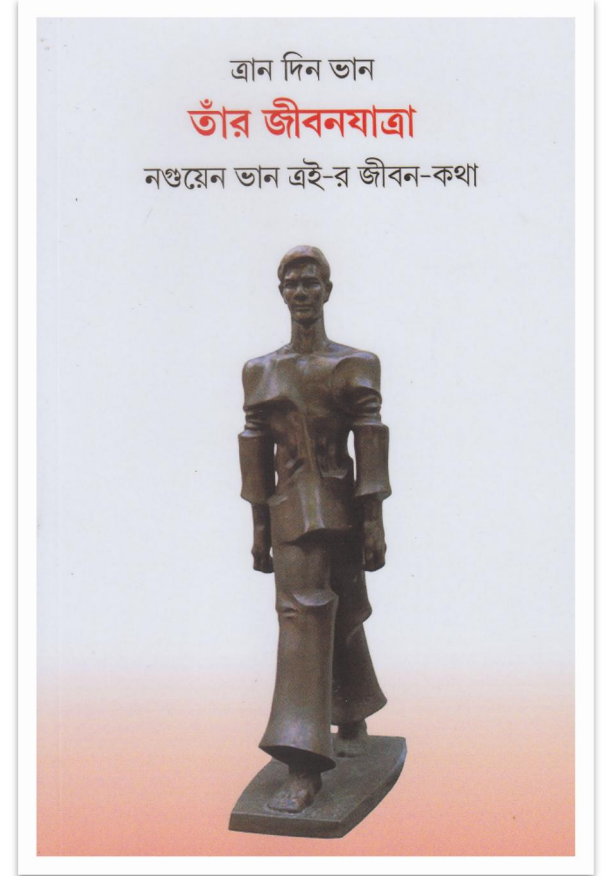
[Read More](#)

তাঁর জীবনযাত্রা নগুয়েন ভান ত্রই-র জীবন-কথা

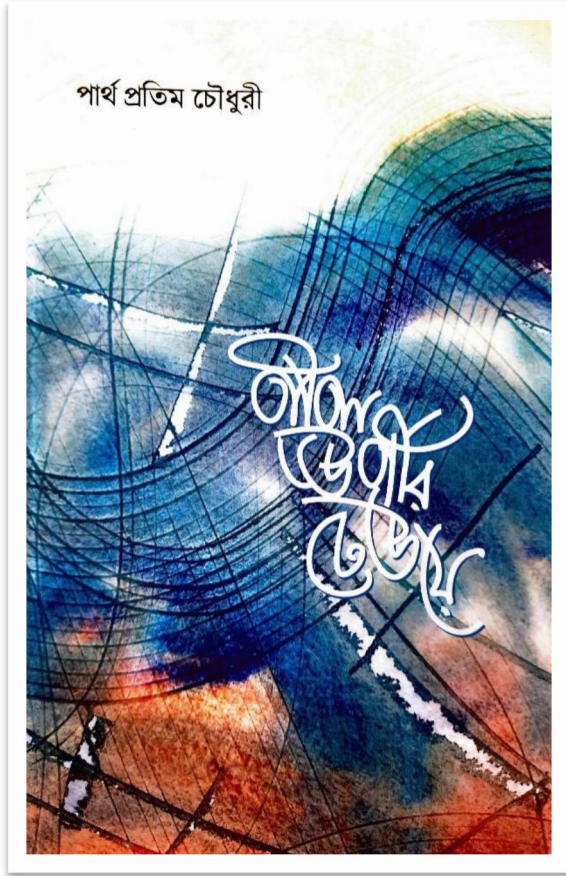
ত্রান দিন ভান
তাঁর জীবনযাত্রা
নগুয়েন ভান ত্রই-র জীবন-কথা
১২০ টা.

সায়গনের লিবারেশন পাবলিশিং হাউস থেকে অক্টোবর, ১৯৬৫-তে তাঁর জীবনযাত্রা নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেখানে নগুয়েন ভান ত্রই নামে ভিয়েতনামের এক মুক্তিকামী সংগ্রামী শহীদের জীবনকথা তাঁর নবীনা বিধবা ফন থি কুইয়েন বর্ণনা করছেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের মেয়াদ ছিল মাত্র উনিশ দিন। সকল মৃত্যু সমান নয়, কিছু-কিছু মৃত্যু মানুষকে অমর করে। আমাদের দেশের ক্ষুদ্রিরাম, ভগত সিং-এর মতোই ভান ত্রি আত্মহুতি দেন, মৃত্যুবরণ পর্যন্ত হাসি মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, “সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, ভিয়েতনাম দীর্ঘজীবী হোক, হো চি মিন দীর্ঘজীবী হোন।” তিনি বিশ্বের সর্বকালের মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদদের অন্যতম। আজও ভারতের কোণে-কোণে অসংখ্য ভান ত্রই দেশকে লুণ্ঠনমুক্ত করতে লড়াই করছেন, হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করছেন। সেই শহিদদের স্মৃতিতর্পণে নগুয়েন ভান ত্রইর জীবন-কথা ভাষান্তরিত হলো। ভাষান্তর: মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

[Read More](#)



নীল উর্গীর ঢেউয়ে



কবিতার বই:

পার্থপ্রতিম চৌধুরী
নীল উর্গীর ঢেউয়ে
১০০ টা.

[Read More](#)

বাঙালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ও অন্যান্য

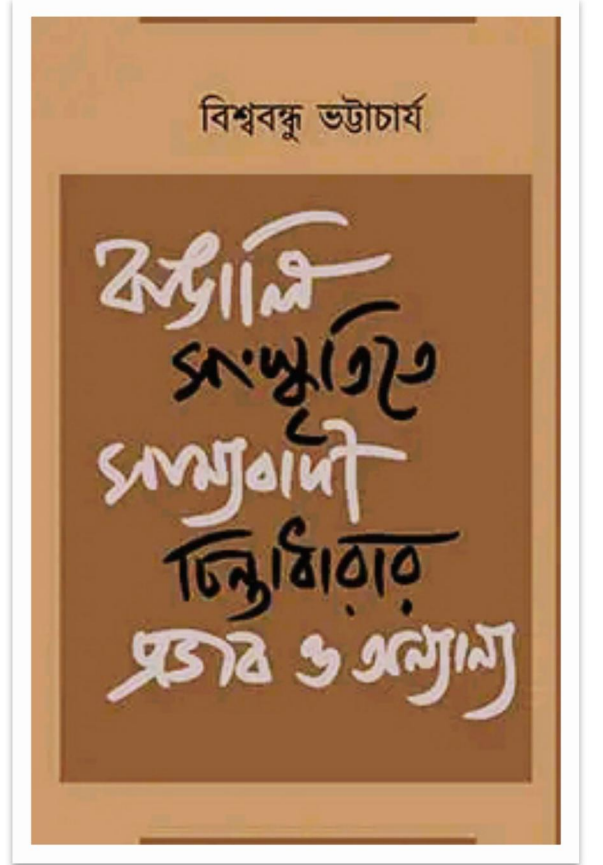
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বাঙালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ও অন্যান্য

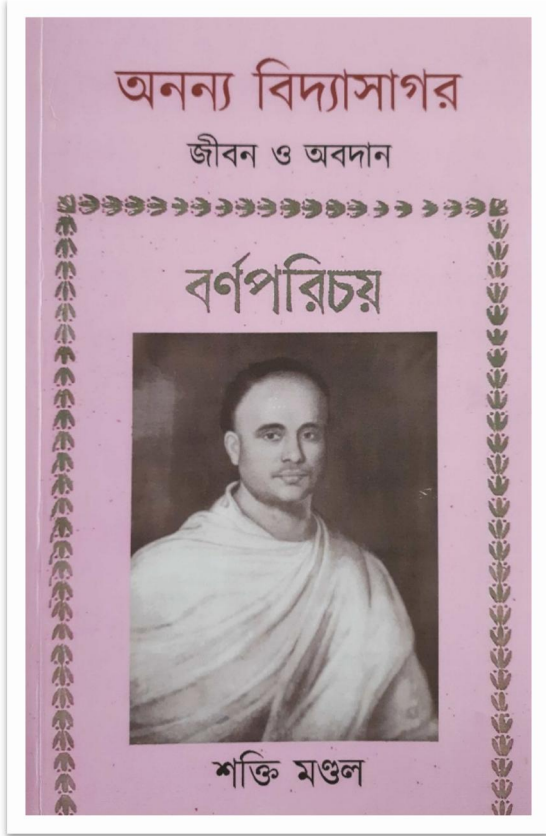
২২৫ টা.

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আজীবন। কর্মজীবনে অধ্যাপনা করেছেন। দীর্ঘ সময় বিখ্যাত পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখাপত্র নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, গ্রন্থিতও হয়েছে। এই সংকলন তাঁর এমনই কিছু প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত। এই বইয়ের তাঁর রচনার বিষয়কাল উনিশ শতকের শেষ অংশ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক, মোটামুটি এই সময়ে বিস্তৃত, যাতে মধ্যবিত্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা তিনি বিবৃত করেছেন। এ সময়ের শুরুতে বাংলা ছিল ভারতের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ফলে বঙ্গভঙ্গ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন এবং তার একাধিক ভাঙন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদির প্রভাব বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তীব্রভাবে পড়ে। এই কালে বাংলার বামপন্থী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানা উত্থান-পতন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাঙাগড়া, বিবর্তন ইত্যাদি বিবিধ বিষয় লেখক তাঁর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

[Read More](#)



অনন্য বিদ্যাসাগর জীবন ও অবদান



শক্তি মণ্ডল
অনন্য বিদ্যাসাগর
জীবন ও অবদান
৫০ টা.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। দুশো বছর হয়ে গেল। এই দ্বিশতজন্মবর্ষ দেশে বিদেশে মানুষ নানাভাবে পালন করেছেন। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের উপর প্রচুর আলোচনা, গবেষণা হয়েছে, বই প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁকে নিয়ে আমাদের চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এই বইয়ের লেখক শক্তি মণ্ডল শিক্ষাবিদ এবং সমাজ-সংগঠক। তিনি এই বইয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনী খুব সহজভাবে, একেবারে স্কুলপড়ুয়াদের জন্য, তুলে ধরেছেন। সাধারণ বাঙালি ঘরের ছাত্রছাত্রী, যারা আগামী দিনে বাংলা ভাষাকে নানাবিধ বাহ্যিক কুসংস্কার থেকে রক্ষা করবে, তাদের পড়ার জন্যই মূলত এই বই। শ্রেষ্ঠতম বাঙালিকে স্মরণ করা এবং তাঁর আদর্শকে বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তো তাদেরই।

অরুণোদয় এবং লোক সেবা শিবির যৌথভাবে এই বইটি প্রকাশ করল। পরিবেশক মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।

[Read More](#)

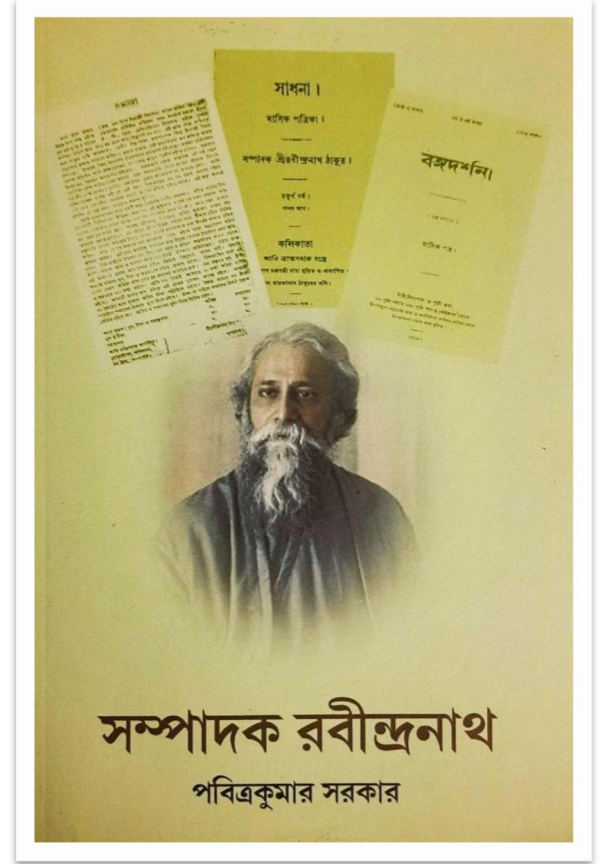
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

পবিত্রকুমার সরকার
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ
৩৭৫ টা.

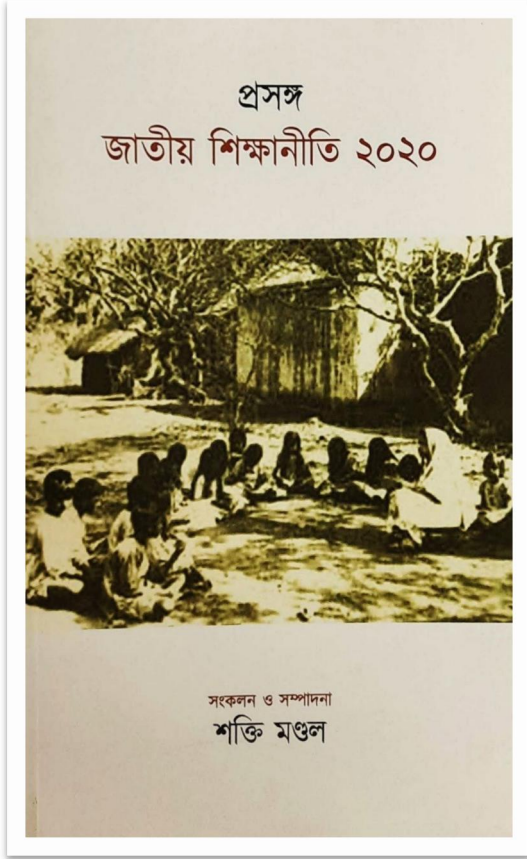
এই বইয়ের প্রথম মুদ্রণের পর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “পবিত্র এই বই আগাগোড়া পড়তে না পারলেও বেশ খানিকটা পড়েছি। ভালোই লেগেছে বলতে দ্বিধা নেই। গৌতমের (চট্টোপাধ্যায়) মুখবন্ধটি বইয়ের পরিচয় সুন্দরভাবে দিয়েছে। কালান্তর-এ গৌতম নিয়োগীর সমালোচনা দেখলাম— খুব সময়মতো বেরিয়েছে। পরিশিষ্টের সংখ্যা একটু বেশি, যদিও তার তথ্যসম্ভার মূল্যবান।... খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু বলব না, তবে নিশ্চয়ই তোমার রচনাকে তারিখ জানাব। অনেক সচরাচর অজানা খবর বেশ ভালোভাবে তুমি তুলে ধরতে পেরেছ।”

বিশিষ্ট সাংবাদিক পবিত্রকুমার সরকার এই বই লিখেছেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, নামকরণ করেছেন ‘সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ’। এখানে পরিশিষ্টসহ পনেরোটি অধ্যায় আছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনারীতির নানা দিক এখানে আছে। তিনি তাঁর স্বকালের প্রায় সব বিতর্কিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু আলোচনা করেন। তিনি কী-কী বিষয়ে কাদের মতামত প্রকাশ করেন, এখানে তার পরিচয় আছে। আরো অনেক প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ নিজেই উত্থাপন করেন। ভিন্ন মতকে গ্রহণ করতে না পারলেও সেগুলো তিনি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করতেন না। এ ভাবে গণতান্ত্রিক এক অবয়ব তিনি তৈরি করেছিলেন। বইটি প্রথম মুদ্রিত হয় ২০০১ সালে। প্রায় কুড়ি বছর পর বেশ কিছু পরিমার্জনাসহ পুনঃপ্রকাশিত হল।

[Read More](#)



প্রসঙ্গ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০



প্রসঙ্গ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

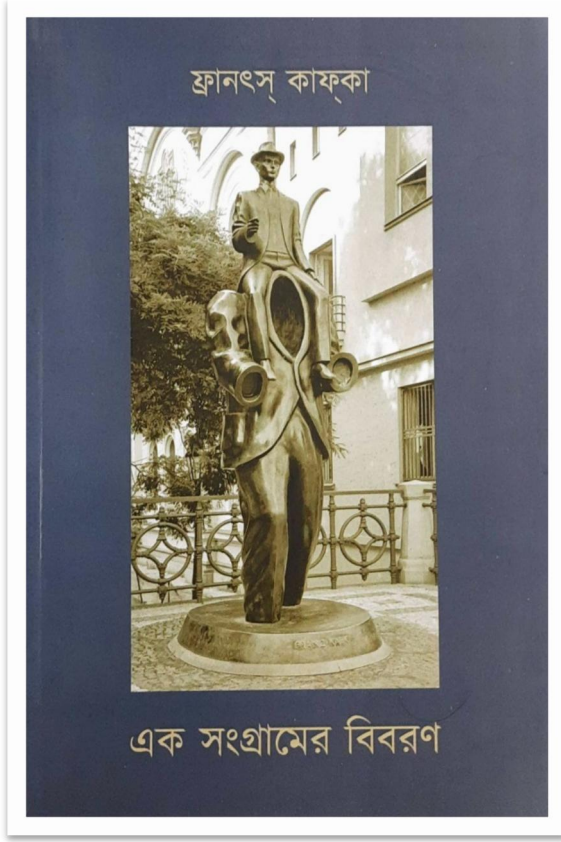
১৫০ টা.

২০২০ সালের ২৯ জুলাই ভারত সরকার চূড়ান্ত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' প্রকাশ করেছে। যতদিন এই শিক্ষানীতি বহাল থাকবে ততদিন ধরে এটি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করবে, প্রজন্ম ধরে যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাই, কেবল ওর থেকে দেখা নয়, গভীরভাবে এই শিক্ষানীতির প্রতিটি দিক অনুধাবন করা দরকার। যদি এর মধ্যে কোন জনকল্যাণমূলক ধারা থাকে, তাকে যেমন মুক্তমনে সমর্থন করতে হবে, তেমনই এর জনবিরোধী দিকগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

এখানে নয়া শিক্ষানীতির এক-একটি দিক সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের ক্ষেত্রে যশস্বী। প্রত্যেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সংকলন ও সম্পাদনা: শক্তি মণ্ডল।

[Read More](#)

এক সংগ্রামের বিবরণ



ফ্রানৎস কাফ্কা

এক সংগ্রামের বিবরণ

১৮০ টা.

‘...এবার এল হত্যা। আমি তার কাছেই থাকব আর সে সেই ছোরা, যার হাতল সে পকেটের ভেতরেই ধরে আছে, তার কোটের গা ঘেঁষে ওপরে ওঠাবে আর তারপরে আমাকে মারবে...’

‘...আমি চিৎকার করব না, কেবল তার দিকে তাকিয়ে থাকব, যতক্ষণ চোখ খোলা থাকবে...’

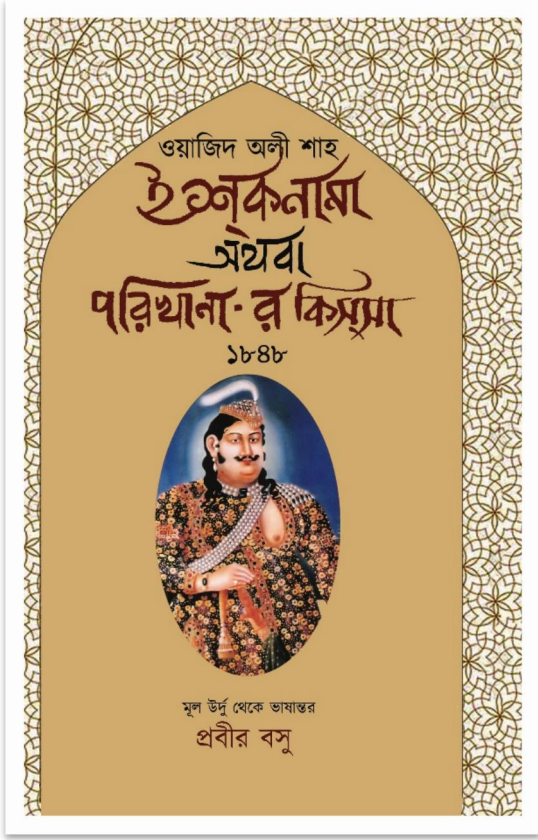
‘...অন্য হাত দিয়ে সন্ত লুডমিলার মূর্তির দিকে দেখিয়ে আমার সঙ্গী বলল, ‘চিরকাল আমি এই দেবকন্যার বাঁ হাত দেখে মুগ্ধ হয়েছি...’

‘...আমার মনে হলো, এই কেরামতি অদরকারি, কেন না চতুর্থ কার্ল সত্যিই খসে পড়লেন, ঠিক যখনই আমার মনে হলো যে, আমি এক সুন্দর সাদা পোশাক পরা কোনো তরুণীর প্রেমের পাত্র হয়ে উঠতে পারি...’

প্রাহার রাস্তায় রাস্তায় সারা রাত ধরে এমনই সব চমকে দেওয়া পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা গল্প ‘এক সংগ্রামের বিবরণ’। মূল জার্মান থেকে ভাষান্তর: অমিত লাহিড়ী।

[Read More](#)

ইশকনামা অথবা পরিখানা-র কিসসা



ওয়াজিদ অলী শাহ

ইশকনামা অথবা পরিখানা-র কিসসা

৪৮০ টা.

প্রথমেই প্রশ্ন এই যে, পরিখানা কী এবং কেন?

লোকে মনে করেন যে, লখনৌর নবাব ওয়াজিদ অলী শাহ নিজে আনন্দ পেতে এবং নিজের মন পরিবর্তনের জন্য সংগীত এবং নৃত্যের একটি স্কুল কায়েম করেছিলেন। এই স্কুলের নাম ‘পরিখানা’ রাখা হয়, সেখানে সেই সময়ের সংগীত এবং নৃত্য নিপুণ বেশ্যাদের ও কাঁচা বয়সের মেয়েদের ভর্তি করা হতো। সেখানে দাখিল হওয়া সুন্দরীদের ‘পরি’ বলা হতো। এই ভবন অর্থাৎ পরিখানা ও সেখানকার মহিলাদের জীবনের, যা নবাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণসহ নবাব তাঁর এই আত্মজীবনীটি লেখেন।

এই গ্রন্থ ওয়াজিদ অলী শাহ লিখেছিলেন তাঁর অওয়ধের সিংহাসনে বসার প্রায় বছর খানেক পরে। সেটা ছিল উনিশ শতকের আটচল্লিশতম বছর। এই গ্রন্থ সে বছর সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় পদ্যশৈলীতে লেখেন ওয়াজিদ অলী। নাম দেন ‘ইশকনামা’। ফারসি ছিল তখন লখনৌয়ের বিদ্বজ্জনের ভাষা। ফারসির ব্যাপক চর্চা ছিল সেখানে। দিল্লির মতো সেখানেও দরবারি ভাষা ছিল ফারসি। কিছু সময় পরে তাঁর মনে হয়, আপামর মানুষের ভাষা উর্দুতেও গ্রন্থটি লেখা উচিত। তাই

তিনি ‘ইশকনামা’ নাম দিয়েই উর্দুতেও লিখলেন। কিন্তু গদ্যশৈলীতে নয়। তখন মসনভি, নজম ও মর্সিয়া কাব্যে লখনৌ তুলনারহিত। মসনভি একপ্রকার দীর্ঘ প্রবন্ধকাব্য। নজম কবিতাকণা আর মর্সিয়া শোকগীতি। ওয়াজিদ অলী তাঁর এই গ্রন্থের জন্য উর্দু মসনভি কাব্যকেই বেছে নিলেন। এইভাবে এই গ্রন্থের সাহিত্য ও শিল্পরূপ বিকশিত হয়। তাঁর ফারসি আর উর্দু মসনভি কাব্যগ্রন্থটি উর্দু গদ্যে অনুবাদ করেন তহসিন সরওয়ারি। আমরা তহসিন সরওয়ারির এই উর্দু অনুবাদটিকেই বাংলায় ‘পরিখানা’ নাম দিয়েছি, যদিও কাব্যধর্মী উর্দু গ্রন্থটিরও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। তাই বর্তমান অনূদিত গ্রন্থটির নাম ‘ইশকনামা’ আর ‘পরিখানা’, দুটিকে সম্মিলিত করেই। আর, যেহেতু এটি আখ্যানধর্মী, তাই ‘কিসসা’। মূল উর্দু থেকে রূপান্তর: প্রবীর বসু।

[Read More](#)

সরলা দেবীর ভ্রমণকথা

সরলা দেবীর ভ্রমণকথা

২৪০ টা.

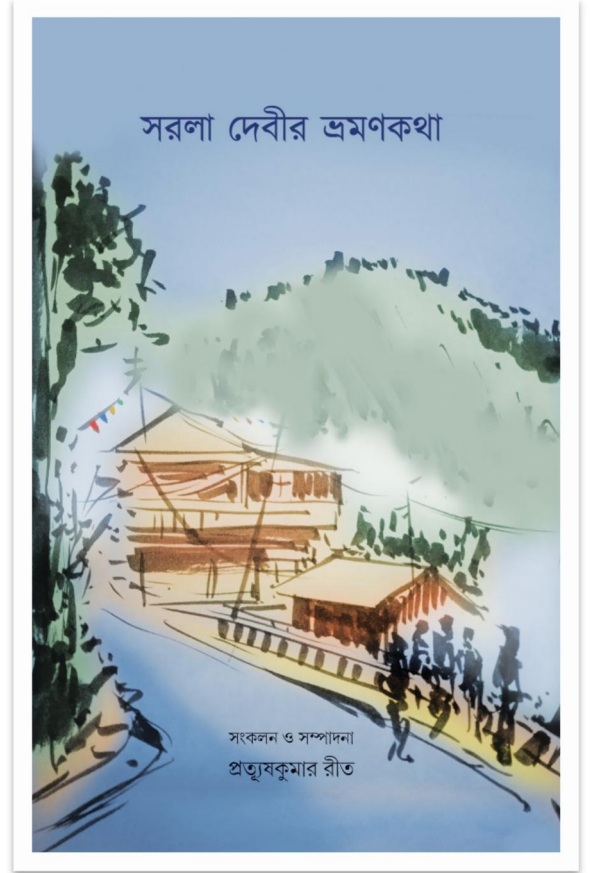
সরলা দেবী (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ – ১৮ অগস্ট, ১৯৪৫ খ্রি.)-র কোন পরিচয় দান আজ আর আবশ্যক নয়। তাঁর জন্ম, বড় হওয়া, স্বদেশি কাজে অংশগ্রহণ, সংগীতচর্চা, সংগীত রচনা, সাহিত্য রচনা (গল্প ও প্রবন্ধ) ইত্যাদি বিষয় সকলে আমরা অবগত।

সরলা দেবী লিখিত নানা ভ্রমণকথার পাশাপাশি তাঁর সুবিখ্যাত স্মৃতিকথা ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে ভ্রমণকথা। সেই সব চয়ন করে গড়ে তোলা ‘সরলা দেবীর ভ্রমণকথা’।

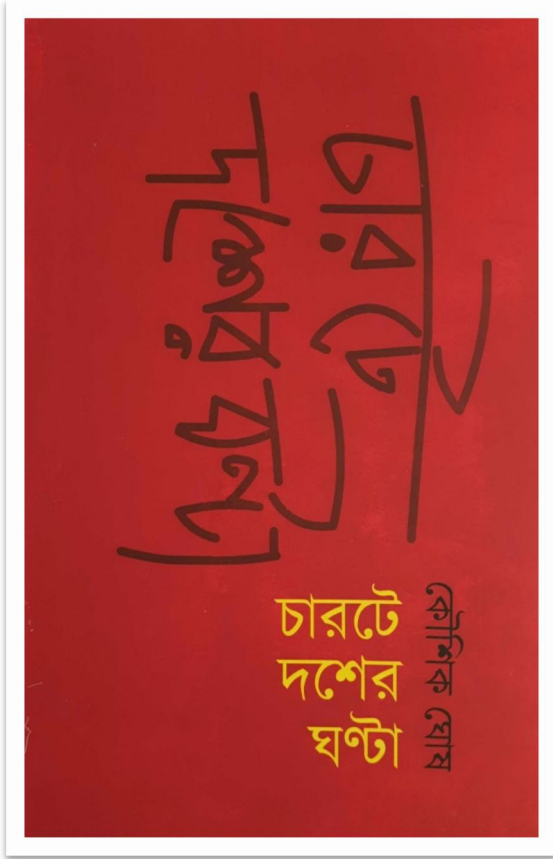
মনে রাখতে হবে, সরলা দেবী স্বামীসঙ্গ দিতে বা নিছক বিনোদনের জন্য বা মনোরঞ্জননের জন্য ভ্রমণে যাননি, বিভিন্ন কার্যসূত্রে স্থানান্তরে গমন করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। সে কারণে আমরা সরলা দেবীর কিছু প্রত্যক্ষ ভ্রমণকথার পাশে কিছু পরোক্ষ ভ্রমণকথা পাই। তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধে ভ্রমণকথার অনুষঙ্গ থাকায় সেগুলিকেও গ্রন্থে সংযোজিত করা হল। প্রকৃতপক্ষে সরলা দেবীর রচনারীতিও স্বতন্ত্র। স্বর্ণকুমারী বা অন্যান্যর ভ্রমণ কাহিনির পাশে তাঁর এই স্বাভাবিক পাঠক অনুভব করবেন।

গ্রন্থের রচনাগুলি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো হল। প্রথম লেখাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে এবং শেষ লেখাটি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। অর্থাৎ, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী ভ্রমণকথা লিখেছিলেন সরলা দেবী, সেটাও ভেবে দেখার মতো। তাঁর সমস্ত ভ্রমণকথা এই প্রথম একত্রিত করা হল।
সংকলন ও সম্পাদনা: প্রত্যাশকুমার রীত।

[Read More](#)



চারটে দশের ঘণ্টা



কৌশিক ঘোষ

চারটে দশের ঘণ্টা

২২৫ টা.

যখন অবিভক্ত ছিল জেলা, টেলিফোন ছিল অফিসে ও হাতে গোনা দু'-একটি বাড়িতে, ইন্টারনেট ওপর ইন্টারনেট সাজিয়ে যখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে খেলা হতো ক্রিকেট, দু'দিকে বেগি ঝুলিয়ে সবুজ বা মেরুন টিউনিকে চোখে পড়ত মিশন ও অলিগঞ্জের স্কুল-বালিকারা, যখন রেডিওতে শোনা যেত শ্রাবস্তী ও বরুণ মজুমদার, সেই আটের দশকের মফস্সল ও গ্রামের পরিসরে রচিত 'চারটে দশের ঘণ্টা', যা এই লেখকের বাল্য ও কৈশোর প্রত্যক্ষ করেছিল। আটাত্তরের কাঁসাইয়ের বন্যা, তিরিশির শীতের টেস্ট-ম্যাচ, রুশ লেখক আর্কাডি গাইদারের পাশাপাশি মাওয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত যাত্রার সাঁওতাল বিদ্রোহ, আর আমদই গ্রামের বিয়েবাড়ি উঠে আসে এই গদ্য-সংকলনে। কাঁসাই পাড়ের পিন্টুদা, স্কুলের সাউটিদা, নিরুদ্দেশ থেকে বাড়িতে এসে পড়া ওড়িয়া কিশোর কৈলাস, পাথরঘাটার হামিদা— কোনও চরিত্রই ততটা কাল্পনিক নয়। আত্মজৈবনিক নয়, বরং এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে লিখিত স্মৃতিনির্ভর গদ্যে পাঠক খুঁজে পেতে পারেন ফেলে আসা আটের দশক, যা সদর শহর মেদিনীপুর, খালশিউলি বা মাওয়া গ্রামের অনুষ্ণে লুপ্ত কালের ধারাভাষ্য দিতে উন্মুখ।

[Read More](#)

প্রতিবিশ্বের মুখোমুখি

দীপঙ্কর বসু

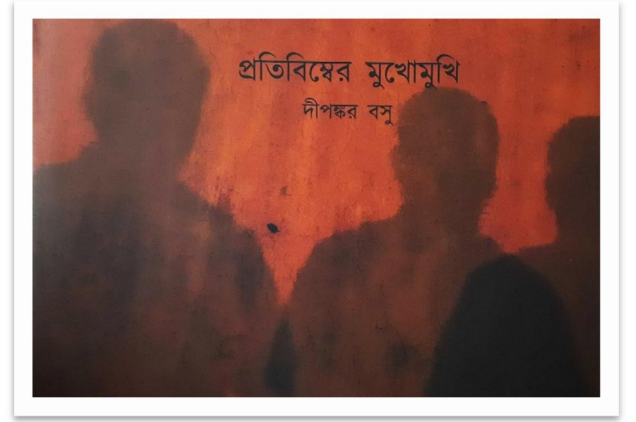
প্রতিবিশ্বের মুখোমুখি

১০০০ টা.

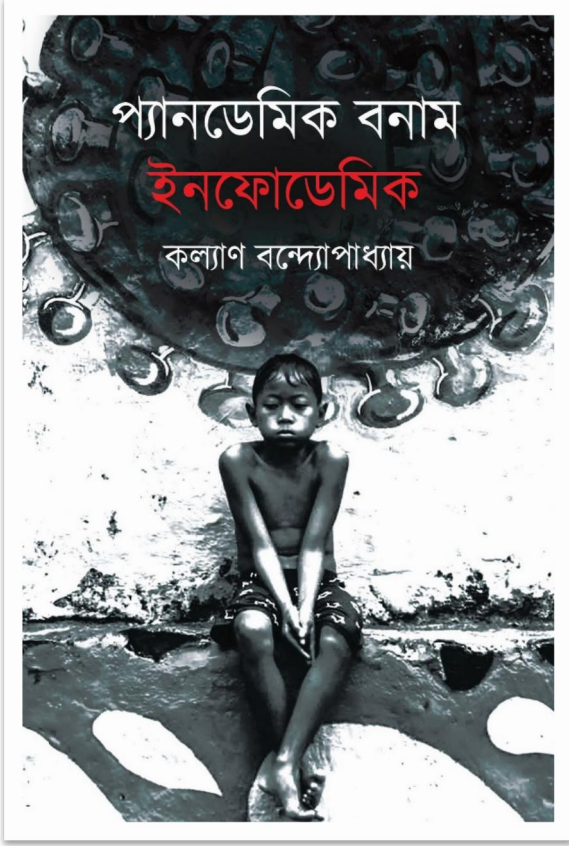
“একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে চলেছি দ্রুতগামী ট্রেনের জানলার পাশে বসে, গন্তব্য জানি না, অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকি। ছবির কোনো শেষ নেই, বদল হতে থাকে ভাবনারও। কখনো আলো এসে জড়িয়ে ধরে, কখনো অন্ধকার ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে, কখনও সূর্যগ্রহণ নামে দুপুরবেলায়, কখনো জোনাকির পথ দেখায় আঁধার সরিয়ে।... কখনো বৃষ্টির ঝাপসা শেষে জানলায় বিন্দু বিন্দু জল ধরে রাখে, সমস্ত বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হই আমি বারবার। বৃষ্টির রাতে নামে তারাদের আলোভরা তাপ। স্মৃতির আশ্রয়ে বাঁচতে বাঁচতে সংকেত আদানপ্রদান করে চলি ভিন্ধুহীদের সাথে। আর খরস্রোতা নদী থেকে এক আঁজলা জল তুলতে গেলেই হাতের মুঠোয় ভেসে ওঠে নিজের মুখ, প্রতিবিশ্বের মুখোমুখি হই নীরবে।”

কবি ও আলোকচিত্রী দীপঙ্কর বসুর এই বইয়ে আছে তাঁর কবিতা, আত্মকথন আর অফুরান আলোকচিত্র। চেনা ছক কোথাও নেই, কেবল অজানার পথে তাঁর এই হেঁটে চলা।

[Read More](#)



প্যানডেমিক বনাম ইনফোডেমিক



কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যানডেমিক বনাম ইনফোডেমিক

১৫০ টা.

ইনফোডেমিক কথাটি প্রথম ব্যবহার করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও, ২০২০ সালের গোড়ায়, করোনা অতিমারি ছড়ানোর পর। ওই সময় থেকে করোনা নিয়ে এত তথ্যের আনাগোনা শুরু হল যে, কোনটি ঠিক আর কোনটি বৈঠক, বুঝতে তল পাওয়া যাবে না। প্যানডেমিক যেমন এক কথায় বলা হয় অতিমারি, অতি মহামারি, তা যখন দেশ-মহাদেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইনফোডেমিকের এক কথায় প্রতিশব্দ বলা কঠিন।

ইন্টারনেট পরিভাষার অভিধান অনুযায়ী, ইনফোডেমিক হল অতিতথ্যে মাথা ঘুরে যাওয়া, যা থেকে কোনো সমাধানে আসা দুরূহ। ঠিক যেন প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে পথ হারানোর মতো। করোনাকালে মানুষের অস্তিত্বের যুদ্ধের সঙ্গে ওই তথ্যযুদ্ধ চলেছে। তার কারণ, তা কার স্বার্থে, তার অন্তরালে যে-প্রকৃত তথ্য লুকিয়ে আছে, এখানে তা অন্বেষণের চেষ্টা হল। বইয়ের নামও তার জন্য রাখা হল— ‘প্যানডেমিক বনাম ইনফোডেমিক’। ভয়াবহ কোভিড ১৯ অতিমারি যেন সমাজ, সভ্যতা, ব্যবস্থা, চিন্তাচেতনা, ধারণা, জীবনধারা সব কিছু ওলটপালট করে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় বিপর্যয় পৃথিবী দেখেনি।

সব কিছুর মুশকিল আসান করার সর্বশক্তিমান দর্শন ও ব্যবস্থা একমাত্র পুঁজিবাদ— সেই মিথ খানখান হয়ে ভেঙে মুখ খুবড়ে পড়েছে। মানুষের মধ্যেও তার প্রতি এত বীতরাগ, এবং তার থেকে রেহাই পাওয়ার এমন আকুতিও দেখা যায়নি। আবার পুঁজিবাদও তার জমি ধরে রাখতে মরিয়া খেলা খেলছে। সংকটের সমস্ত বোঝা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিপর্যয়কেই তার পুঁজি করতে চাইছে। এ এক নতুন পরিস্থিতি।

ভয়ংকর ও বিপজ্জনক এই মনুষ্যসৃষ্ট অসুখ। ভাইরাস নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে গিয়ে, অসাবধানতায়, সেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। বা ব্যবসায়িক কারণে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যবসা? হ্যাঁ। ওষুধ প্রস্তুতকারীরাই এটি করেন জোট বেঁধে। সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া করেই। এই সব কিছু নিয়ে পর্দাফাঁস করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[Read More](#)

সালতামামি

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সালতামামি

৩৪৫ টা.

কিছু কথা। কিছু ঘটনা। ‘সালতামামি’-র বাধ্যতামূলক উপাদান। আগামীতে যা হয়তো সময়ের ময়না-তদন্তে ভগ্নাংশের সহায়ক হলেও হতে পারে। বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘সালতামামি’ প্রবন্ধ সংকলনটি ব্যঙ্গধর্মী রিপোর্টারের এক মনোজ্ঞ উপহার। রম্যরচনা সাহিত্যের এক উপাদেয় প্রকরণ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এই রম্যরচনা বাস্তব সত্যকে মুখরোচক করে পরিবেশন করার এক জনপ্রিয় দিক। সেই দিক থেকে লেখক যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে তাঁর রচনায় এই কৌশল প্রয়োগ করেছেন। এই সংকলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সরস উপস্থাপনা পাঠককে যথেষ্ট আনন্দ দেবে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত নেতিবাচক দিকগুলোর সুন্দর বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়।

২০২০, জানুয়ারির শেষ থেকে ২০২১-এর ডিসেম্বরের শেষ। তেইশ মাস। মোট চুয়াল্লিশ প্রবন্ধে দেশ-রাজ্যের সমসাময়িক গতিপ্রকৃতি। যেখানে যেমন আছে কোভিড, তেমনই আছে কৃষক আন্দোলন। পাশাপাশি আছে বেসরকারিকরণ থেকে পরিয়াদী শ্রমিকদের পথ হাঁটা। লকডাউন থেকে গঙ্গার পাড়ে রাশি রাশি শব। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে প্রকাশ-তারিখ উল্লেখ শুধুমাত্র ঘটনার ক্রোনোলজির সঙ্গে পাঠককে একাত্ম করে তোলার উদ্দেশ্যে। ঠিক, ভুল, ভালো, মন্দ, রাজনীতি, অরাজনীতি বিচার করবেন শুধুমাত্র পাঠক। পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

[Read More](#)



বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রনির্মাণ সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রনির্মাণ
সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য



পার্বনাথ রায়চৌধুরী

পার্বনাথ রায়চৌধুরী

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রনির্মাণ

সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য

৪৫০ টা.

রামায়ণ ও মহাভারত কালজয়ী মহাকাব্য, যা ভারতীয় জীবনধারাকে যুগ-যুগ ধরে সঞ্জীবিত করে এসেছে। মূল বাল্মীকি-রামায়ণ রাবণ বধের শেষে রাম-সীতার মিলনের পর যুদ্ধকাণ্ডেই সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে কোন কোন কবি আরও কাহিনি যুক্ত করে সপ্তকাণ্ড রামায়ণে পরিণত করেছেন। তাঁরা নিজেদের কোন পরিচয় না দিয়েই বাল্মীকির নামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন। এখন আমরা সপ্তকাণ্ডবিশিষ্ট এই সংস্কৃত রামায়ণকেই বাল্মীকি-রামায়ণ বলে স্বীকার করি।

কৃত্তিবাসের রামায়ণও প্রবল জনপ্রিয়তার ফলে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব। কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস, শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের হাতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরিবর্তন ঘটেছে, গৌড়ীয় ভাবাদর্শে সমগ্র রামপাঁচালি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সকল কবিই পরিচয় গোপন রেখে কৃত্তিবাসের নামের মধ্যেই নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন। প্রকৃত কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের

সন্ধান পাওয়া আজ বোধহয় সম্ভব নয়।

প্রথম অধ্যায়ে কৃত্তিবাস বাঙালি পাঠকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনিকে কোথায় কোথায় পরিবর্তন করেছেন, তা নির্ণয় করার একটি প্রয়াস আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে রামায়ণে বর্ণিত প্রধান প্রধান চরিত্রের আলোচনা এবং এ ক্ষেত্রে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের মধ্যে সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য চিহ্নিত করার চেষ্টা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে রামচন্দ্রাদির সম্ভাব্য বয়ঃক্রম নির্ধারণের প্রচেষ্টা। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস তাঁদের রামায়ণের কাহিনির মধ্যে রাম ও সীতার, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের বয়সের উল্লেখ করেছেন।

[Read More](#)

ঠাকুরবাড়ির ভাষাচর্চা

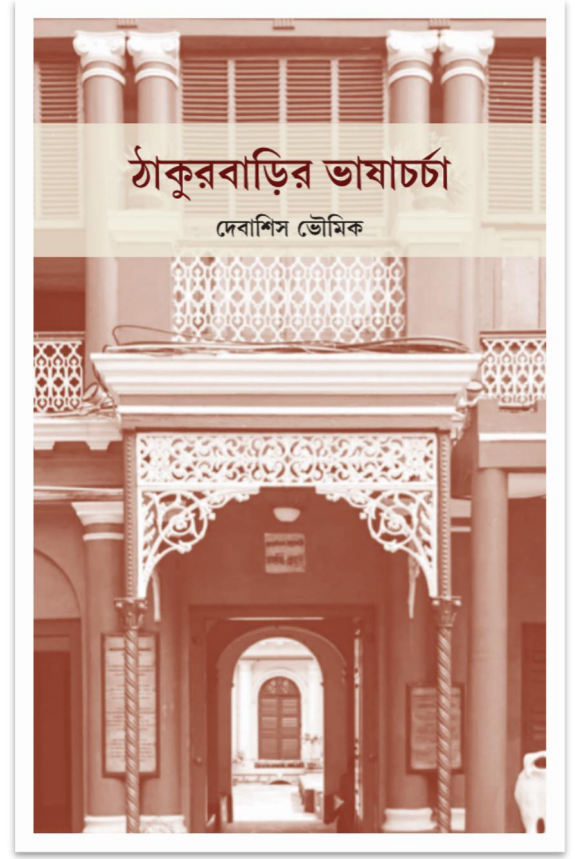
দেবাশিস ভৌমিক
ঠাকুরবাড়ির ভাষাচর্চা
৫৭০ টা.

উত্তর কলকাতার ৬/৪ দ্বারকানাথ টেগোর লেনের লালবাড়িটি নিয়ে মানুষের কৌতূহল অন্তহীন। সেটি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সুবিশাল এই হর্ম্যরাজি বঙ্গসংস্কৃতির চলমানতায় একাধিক ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ভাষা ও ভাষাচর্চা নিয়ে সেভাবে কোন আলোকিত ইতিহাস ছিল না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ভাষা নিয়ে সুনির্দিষ্ট শীল ও শীলনের ঐতিহ্য প্রথম তৈরি করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। অতঃপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃভাষাপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চা উত্তরকালের কাছে পাথেয় হয়ে উঠল। মহর্ষির সন্তানেরা সরাসরি বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় বৃত হয়েছেন। প্রাদেশিক কিংবা বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা গদ্যশৈলীকে নিয়ে মেতে উঠেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাচর্চার এই প্রবাহকে শিল্পিত মননের অভিজ্ঞান করে তুলেছেন তাঁদের লেখায়। অনালোকিত সেই ভাষাচর্চার আলোকময় রূপালেক্য ‘ঠাকুরবাড়ির ভাষাচর্চা’।

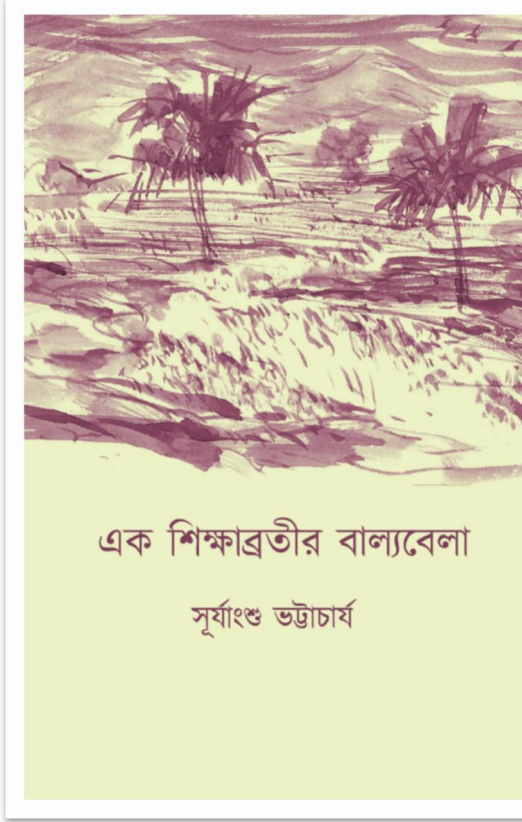
১৮০০ থেকে ১৯৫০, এই দেড়শো বছরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাংলা ভাষাচর্চায় যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তাকেই দু’মলাটে ধরার প্রচেষ্টা ‘ঠাকুরবাড়ির ভাষাচর্চা’। এ গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত হয়েছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, ‘ভারতী’, ‘সাধনা’, ‘পুণ্য’ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষাচর্চাবিষয়ক সমস্ত নিবন্ধ।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের ভাষাচর্চাবিষয়ক নানা অনালোকিত অনুশীলনকে ভাস্বর করে তোলা হয়েছে ‘ঠাকুরবাড়ির ভাষাচর্চা’-য়।

[Read More](#)



এক শিক্ষাব্রতীর বাল্যবেলা



সূর্য্যংশু ভট্টাচার্য

এক শিক্ষাব্রতীর বাল্যবেলা

১৮০ টা.

“ছেলেবেলা সম্বন্ধে সবারই একটা নস্টালজিয়া থাকে। এটা যে কোন এককের বিশেষত্ব, তেমন মনে করার কোন হেতু নেই। তবে আমি আমার বাল্যবেলা নিয়ে কলমের এত কালি খরচ করলাম কেন, সেটা একটা প্রশ্ন হতেই পারে। স্মৃতিচর্চা যেমন প্রীতিপ্রদ, তেমনি তা সারাজীবনেরও আলোচ্য।

“আমার ছোটবেলা ছিল পৃথিবীর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এক সংকটপূর্ণ কাল। সংকট আরও ঘোরালো হয়েছিল ভারতীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথায়। এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটারই অভিঘাত পড়েছিল আমার বাল্যবেলার চলার পথে। তার মধ্যে শিশুশিক্ষার বিষয়টি অতিমাত্রায় প্রধান। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-শিক্ষক যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আমার বাল্যবেলায় ‘হয়ে ওঠার’ পরতে পরতে জাজ্জল্যমান।...

“আমার বাল্যবেলা নানা ঘটনায় আকীর্ণ। আমার স্মৃতিতে কেন এত সব ঘটনা স্পষ্ট, তা আমার জানা নেই। আমার মনে হয়েছে, বাল্যবেলার স্মৃতিগুলো যদি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারি, তবে তা কোন-কোন ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় হতে পারে। হতে পারে খণ্ড ইতিহাসচর্চাও।...”

অশীতিপর শিক্ষাব্রতী, লেখক সূর্য্যংশু ভট্টাচার্যের জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল। তাঁর জীবনের এক খণ্ডিত পর্বের বিবরণ লেখক তাঁর প্রথর স্মৃতি থেকে পাঠকের কাছে পেশ করেছেন। একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ অঞ্চলের ছবি পাঠক এ বইয়ে পাবেন।

[Read More](#)

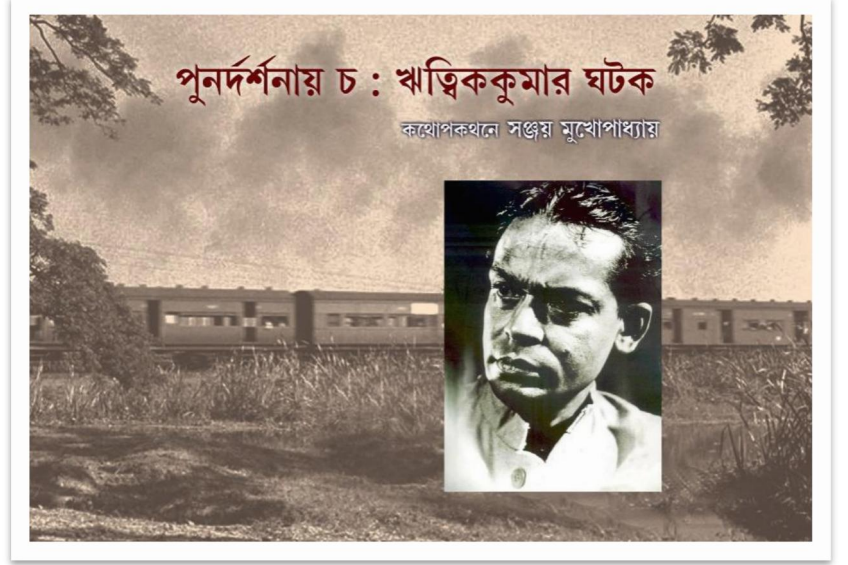
পুনর্দর্শনায় চ : ঋত্বিককুমার ঘটক

পুনর্দর্শনায় চ : ঋত্বিককুমার ঘটক

কথোপকথনে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
২২৫ টা.

ঋত্বিক-অভিযাত্রার পরশপাথরময় পথটিকে, বিস্মৃতিপ্রবণ আমরা, অনায়াসে পরিত্যক্ত ও সংকুল করে ফেলেছি। আগামী শিল্পের অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্যের যে-অনাদৃত সিন্দুক ঋত্বিক আমাদের কাছে রেখে মাঝপথে চলে গেলেন, তাঁর মরকতমণি আমরা হেলায় ফেলে রেখেছি আমাদের মধ্যমেধার কচুরিপানার আড়ালে। সেই উদ্ধারকার্যের অঘোষিত অধিনায়ক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের হৃদবিলুপ্ত রচনাগুলি আমরা সযত্ন একত্রীকরণে প্রয়াসী হলাম এই অসময়ে। এই পুস্তিকাটি তার প্রস্তাবনা মাত্র। আজ, কাল ও দূরাগত পরশুর জন্য।

[Read More](#)



জীবন এত ছোট কেন



দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

জীবন এত ছোট কেন

সম্পাদনা: পবিত্রকুমার সরকার

১৫০ টা.

বাংলার কমিউনিস্ট তথা বাম আন্দোলনের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় নাম প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য— রাজনৈতিক নেতা জ্যোতি বসু, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার সলিল চৌধুরি এবং চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদ-দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে দেবব্রত জন্মশতবর্ষ পার করেছেন। জন্ম উত্তর কলকাতার বাদুড়াবাগানে। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন

গণশিল্পী, তাঁর তুলির টানে বিদ্যুতের ঝলক ছড়িয়ে যেত। মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনে গতি পেত। ছিলেন পুরোদস্তুর কমিটেড শিল্পী, সাময়িক কিছু পাওয়ার লোভে নিজের মত, পথ ও আদর্শের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস করেননি। শিল্পী তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু অসম্ভব সাহসী ও স্পষ্টবাক মানুষ ছিলেন। প্রায় ছ' ফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ মানুষটি কাঁধে ঝোলা নিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, অনেকেই তাঁর দিকে সমীহ ভরে তাকাত। মুখভরা হাসি দিয়ে সবাইকে কাছে টেনে নিতে জানতেন। ঝোলায় অবশ্যই থাকত স্কেচবুক, কালো কালির পেন। স্বশিক্ষিত হলেও, দেবব্রত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (ভি. সি.)-কে গুরু বলে মানতেন। বাংলাদেশে ভি. সি.-কেই তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের পথিকৃৎ মনে করতেন।

গণশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নিজের কিছু লেখা এবং তাঁকে নিয়ে কিছু লেখায় এই ছোট সংকলনটি প্রকাশিত হল। আমাদের শ্রদ্ধার্থ।

[Read More](#)

মৃণাল সেন — সাক্ষাৎকার প্রবন্ধ চিত্রনাট্য

জন্মশতবর্ষে সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা-র শ্রদ্ধার্থ

মৃণাল সেন

সাক্ষাৎকার প্রবন্ধ চিত্রনাট্য

সম্পাদনা: পরিমল মুখার্জি, সজল দত্ত, বাবুল দে, সঞ্জীব দত্ত
৫০০ টা.

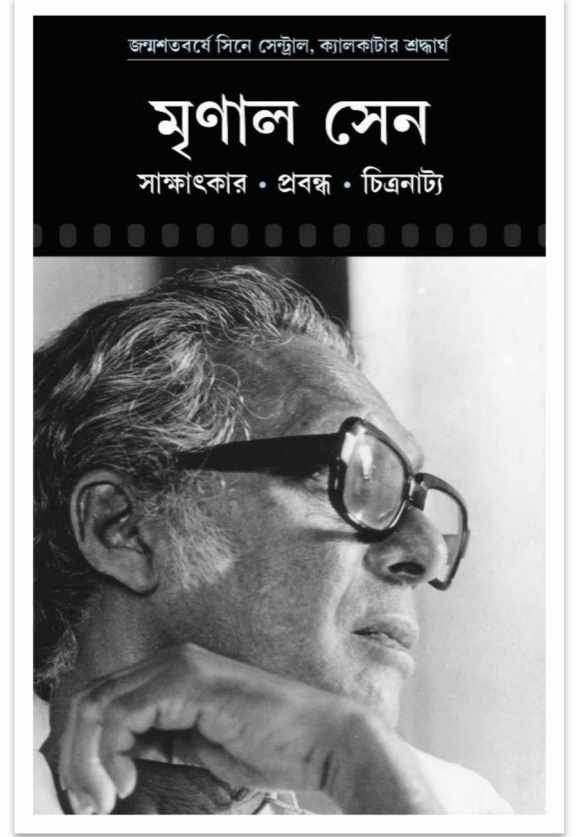
বাংলা তথা ভারতের কিংবদন্তী পরিচলক মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকী আসন্ন (জন্ম : ১৪ মে, ১৯২৩)। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ এখনও দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত এর কারণ, মৃণাল সেনের মতাদর্শগত অবস্থান। আপসহীন এই চলচ্চিত্রকার ঘোষিতভাবে ছিলেন বামপন্থী।

গণনাট্য আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করা মৃণাল সেন ইয়োরোপীয় নতুন ধারার সিনেমা-দর্শনে সমৃদ্ধ হয়ে চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশের সৃজনশীল মাধ্যম হিসাবে। ছয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকে সাতের দশক অবধি যে উত্তাল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে, মৃণাল সেন সেলুলয়েডে সেটা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর ছবিতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের কাহিনি, তাদের জীবনযন্ত্রণা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, মূল্যবোধের সংকট, মানসিক দ্বন্দ্ব, হতাশা আর নতুন দিনের আর্তি।

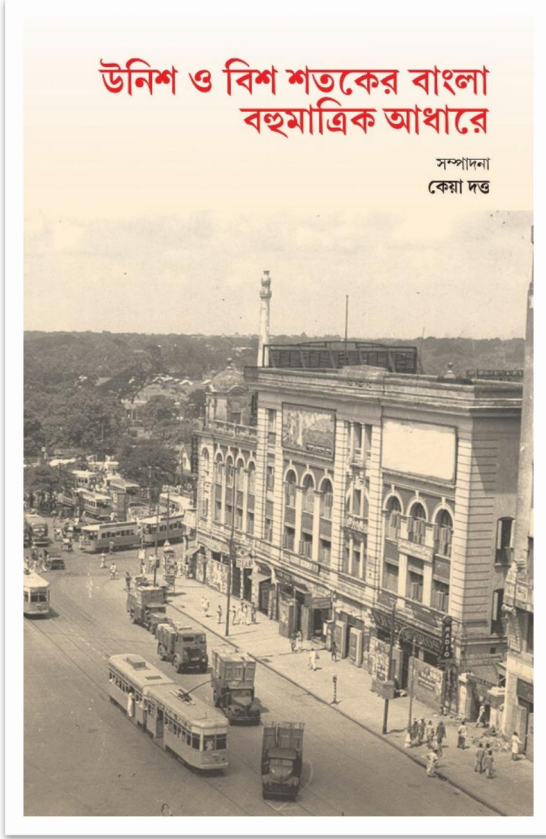
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা-র মুখপত্র ‘চিত্রবীক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অকপট সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য এবং নানা ছবির বিশদ আলোচনা। আমাদের এই নতুন সংকলনে থাকছে সেই সবার নির্বাচিত অংশ এবং তাঁর সাড়াজাগানো ‘ইন্টারভিউ’ ছবির অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য।

মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের এই স্মারক-পুস্তকটি নতুন প্রজন্মের চিত্রানুরাগীদের মৃণাল সেনকে জানতে ও তাঁর ছবিকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে, এই আশা করি।

[Read More](#)



উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা : বহুমাত্রিক আধারে



উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা : বহুমাত্রিক
আধারে
৩০০ টা.

ইতিহাস অব্যাহত ধারায় দশকের পর দশক, শতকের পর শতক এগিয়ে যায় নানা ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে। আজকের লেখা এই ইতিহাস কেবলমাত্র গতানুগতিক রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, যা শুধু রাজারাজড়ার বংশতালিকা, যুদ্ধবিগ্রহ, সীমানা বিরোধ, গণবিদ্রোহ, শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর লক্ষ্য মানুষের সার্বিক ইতিহাস। এই সূত্রেই উঠে আসে নানান প্রশ্ন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় বা অস্মিতার উৎস সন্ধান, 'নারী'-প্রশ্ন এবং শুধু নারীকেও একটি লিঙ্গবন্ধনের মধ্যে না-ফেলে তাদের মধ্যকার নানা স্তরভেদ এবং প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্যের এবং এই স্তরগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার সন্ধান, আধুনিক ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং শ্রেণি বা অঞ্চলভেদে তা গ্রহণের তারতম্য, ওষুধের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিকিৎসাশাস্ত্রের নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন, সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল, সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির বাইরে যে বিরাট অসংগঠিত শ্রমিক রয়েছে, তাদের জীবন ও জীবনসংগ্রামের অঞ্চলভেদে ভিন্ন চেহারা এবং সর্বোপরি সব কিছুর

মধ্য দিয়ে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার চিরাচরিত সমন্বয়বাদী চিন্তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া— সবই এই বহুধাবিভূত ইতিহাসচর্চায় স্থান পেয়েছে। আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে এই সব বিষয়ই স্পর্শ করেছে।

‘উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা : বহুমাত্রিক আধারে’ সংকলন-গ্রন্থটির একটি বিশেষ চরিত্র আছে। আমরা সাধারণত অনেক সংকলন-গ্রন্থেই দেখি, একটি মূল বিষয় বা থিমকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত। কিন্তু এই গ্রন্থের মোট এগারোটি প্রবন্ধের প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা ধাঁচের, বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে তা ভরপুর। কোন নির্দিষ্ট থিম ধরে অথবা বিষয়বস্তুর কালানুক্রম অনুযায়ী এই প্রবন্ধগুলিকে সাজানো হয়নি। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের বহুমাত্রিকতা তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। সম্পাদনা: ড. কেয়া দত্ত।

[Read More](#)

TOUCH OF LOVE

Sucheta Das

Touch of Love

A book of photography on Mother Teresa

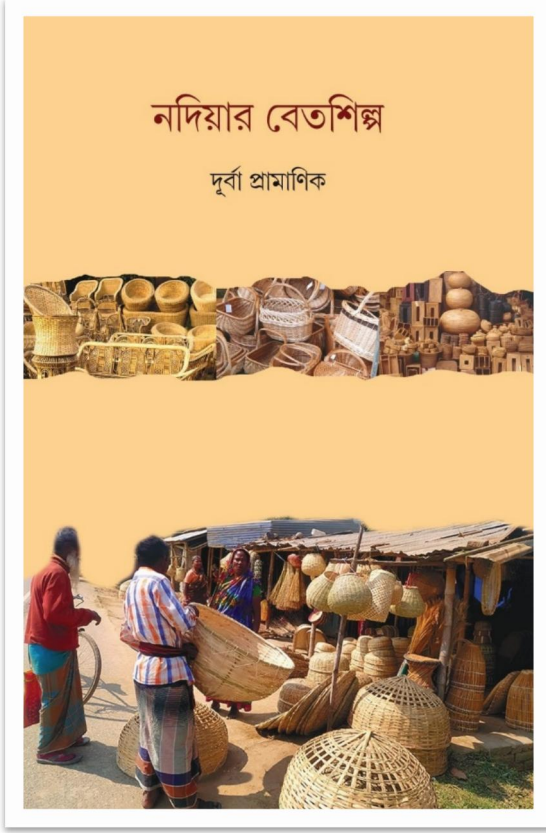
INR 500

প্রকাশক : Images Redefined Photography Institute.

[Read More](#)



নদিয়ার বেতশিল্প



দূর্বা প্রামাণিক
নদিয়ার বেতশিল্প
২৪০ টা.

মানুষের সৃজনমনের এবং হাতের ছোঁয়ায় তুচ্ছতিতুচ্ছ বস্তু অসামান্য শিল্পসৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে কখনও বা আচারগত কারণে অথবা জাদুক্রিয়ার অনুষ্ণে সৃষ্ট হয়েছে লোকশিল্প। লোকশিল্পের ধারায় বেতশিল্প অন্যতম। মানব সভ্যতার আদি পর্বে কাঠের তৈরি তৈজস মানুষ ব্যবহার করত। বহুকাল থেকেই বেত থেকে তৈরি হয়ে আসছে ধামা, আড়ি, দাঁড়িপাল্লা, ছড়ি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তরসজ্জাতে বেতের আসবাবের যথেষ্ট কদর রয়েছে। কিন্তু ভাটা পড়েছে লোকায়ত শিল্পধারায়। সুতরাং পুরাতন ধারাকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন উদ্যোগ নিতে গেলে বেতশিল্প নিয়ে পঠনপাঠন এবং গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। বাংলা তথা ভারতের অন্যতম প্রাচীন কুটির শিল্প বেতশিল্প।

লেখিকার এই গবেষণায় বেতশিল্পের কাঁচামাল, প্রস্তুত প্রণালী, শিল্পীসমাজের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। নানা সমস্যা সত্ত্বেও এর সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা যায় না। লোকসংস্কৃতি স্থবির নয়, চলমান এর প্রবাহ। পরিবর্তন,

পরিবর্তন, পরিমার্জন সর্বদা এখানে ক্রিয়াশীল। ফলত লোকশিল্পের ক্ষেত্রেও একইভাবে অভিযোজন লক্ষ করা যায়। বেতশিল্প আধুনিক আসবাবপত্র, অন্তরসজ্জা, প্যান্ডেলসজ্জার মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ স্থান করে নিয়েছে।

নদিয়া জেলার ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে ভাবনায় এই গ্রন্থ, নদিয়া জেলার বেতশিল্পের ইতিহাসটিকে সংরক্ষিত করার প্রয়াস থেকেই এই কাজ।

[Read More](#)

ঘুমিয়ে পড়া স্বপ্ন

পাত্রিক মদিয়ানো

ঘুমিয়ে পড়া স্বপ্ন

১৫০ টা.

ফরাসি কথাসাহিত্যিক পাত্রিক মদিয়ানোর জন্ম ৩০ জুলাই, ১৯৪৫, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্যারিস শহরে। ভাঙাচোরা শহরটির সঙ্গে পায়ে পা ফেলে বেড়ে উঠেছেন তিনি, প্যারিস হয়ে উঠেছে তাঁর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লা প্লাস দে লেতোএল’, তখন তাঁর বয়স তেইশ পূর্ণ করেনি।

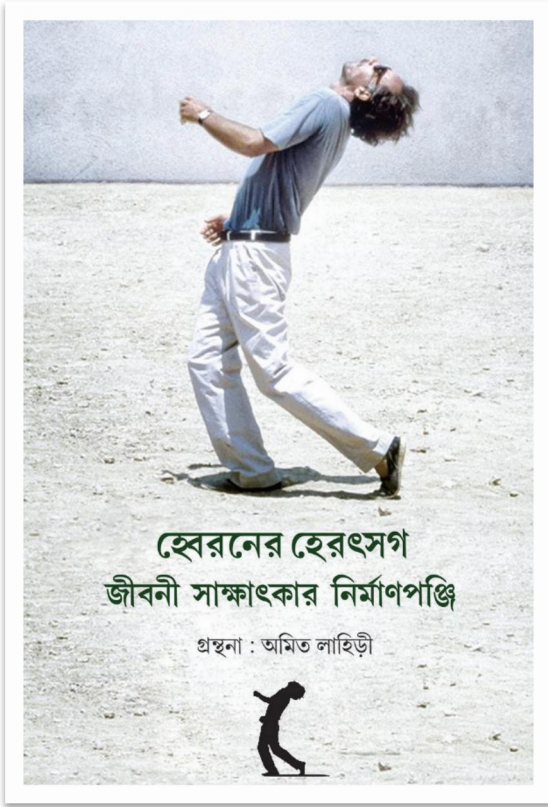
তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু স্মৃতি, স্মৃতির অবলুপ্তি, স্বরূপত্ব (আইডেন্টিটি) এবং নিহিত পাপবোধ। অসংখ্য, বিচিত্র চরিত্রেরা উঠে আসে তাঁর উপন্যাসের পাতায়— তাঁরা খেটে খাওয়া ছাপোষা, সংসারী মানুষ নন, তাঁদের জীবনে রয়েছে তমসাময় অধ্যায়, অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতা, নাটক, সিনেমা, ফোটোগ্রাফি, গুলিগোলা, প্ল্যানচেট, মৃতের তত্ত্ব, যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি এবং আরও অনেক কিছু। হঠাৎ করে উপন্যাসের পাতায় উদয় হয় তাঁদের, আবার একদিন তাঁরা হঠাৎই হারিয়েও যান। তাঁর বেশিরভাগ লেখাই আত্মজৈবনিক, গদ্যরীতি নির্মিত, নিস্পৃহ, তাতে একটিও অতিরিক্ত শব্দ নেই, রয়েছে আত্মপরিচয় খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা। মদিয়ানোর প্রায় প্রতিটি লেখাই গুরু হয় বাস্তবতায়— একটি মানুষ, একটি ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা। পটভূমি প্যারিসের পথ, বাসস্টপ অথবা মেট্রো স্টেশন— কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা অথবা গভীর রাত— আধো অন্ধকারে একটি পুরানো বিল্ডিং; কিন্তু এর পরেই তাঁর স্বপ্ন দেখার সূচনা— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি জানেন না এর পরে কী ঘটতে চলেছে।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে এই-ই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। অনুবাদ অংকুর সাহা।

[Read More](#)



হেরনের হেরৎসগ — জীবনী সাক্ষাৎকার নির্মাণপঞ্জি



হেরনের হেরৎসগ – জীবনী সাক্ষাৎকার নির্মাণপঞ্জি

প্রশ্ননা: অমিত লাহিড়ী

২২৫ টা.

জগতের বিচার করা, জগতকে খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখা, উপলব্ধি করা আর ভালোবাসার জন্যে এ অপরিহার্য। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক রাজনৈতিক আলোচনার কথা, তাহলে দেখা যাবে যে, তা সর্বদাই এক আগে থেকেই ঠিক করে রাখা আলোচনা, একেবারেই কাবুকি থিয়েটারের মতো, আপনি জানেন ঠিক কী ঘটতে চলেছে, কোন দিক থেকে, কোন পথে তা আসছে। একদম মগজ খোলাইয়ের মতো। আর মগজ খোলাই থেকে বাঁচতে হলে দরকার চারদিকে নজর রাখা, তীব্রভাবে নজর রাখা। তা-ই হলো পেরিগ্রিন। লেখক কী চরম উৎসাহ নিয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে পেরিগ্রিনের সংকীর্ণ জগতকে অনুসরণ করছেন আমার মতে জোসেফ কনরাডের পরে সেরা গদ্য কী চূড়ান্ত অন্তর্দৃষ্টি, কেবল মানুষের স্বভাবই নয়, উদ্দীপনা, পর্যবেক্ষণ আর প্রকৃতির প্রতি এক অনন্য অন্তর্দৃষ্টি আর পাঠ এমন চরমে পৌঁছয় যে, তা যেন দ্যুতিময় হয়ে ওঠে, ঠিক যেন ধর্মীয় মন্ত্র। এই গুণাবলিই আমি ফিল্মে, সাহিত্যে দেখতে চাই এমন চরম যে, লেখক নিজেই কোনোভাবে পেরিগ্রিন

হয়ে গেছেন আর সেই পেরিগ্রিন ক্রমশ আরও ওপরে উঠতে উঠতে এক বিন্দু হয়ে যায় আর তারপর “ঝাঁপ দিয়ে নেমে আসি আমরা”, এই ‘আমরা’ দেখায় যে, লেখকই পেরিগ্রিন। — স্বেরনের হেরৎসগ।

[Read More](#)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্মারকগ্রন্থ

১২৫তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা: রামকৃষ্ণ দে ও চন্দন সরকার

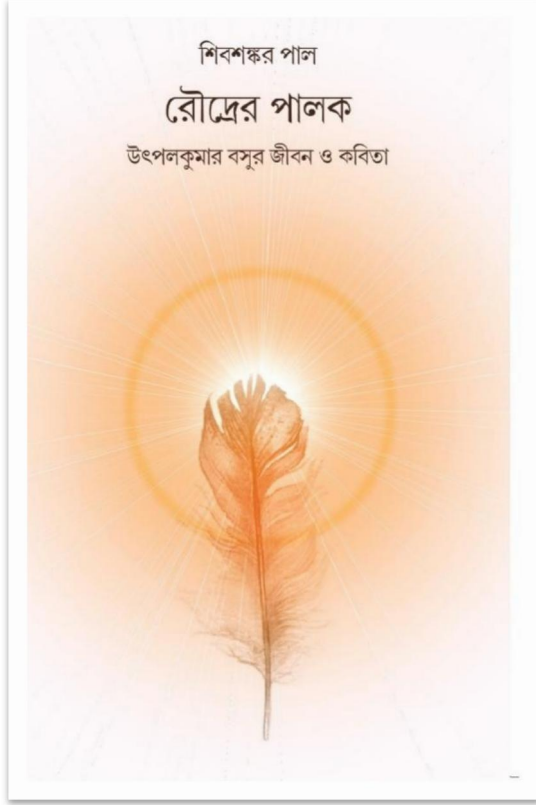
৭০০ টা.

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮ - ১৯৭৪) মুক্তিসংগ্রামী চারণকবি, দেশব্রতী ও সাংবাদিক। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও নদিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। জীবনের প্রথমদিকে সুভাষচন্দ্র, হেমন্তকুমার সরকার ও কবি নজরুলের অনুসারী হলেও, রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধিবাদী। ১৯২২ ও ১৯২৩-২৪-এ কারাদণ্ড। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯২৪-২৫ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। কর্মজীবনে পেশা ছিল সাংবাদিকতা। বহু পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক থাকাকালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'সব-হারাদের গান' প্রকাশিত হয়। ১৯৩০-এ কলকাতার সাংবাদিকতার কাজ ছেড়ে লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে নদিয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও কারাবরণ। ১৯৩৪-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান; সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সহ-সম্পাদক। ১৯৪২-এ আবার আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছর জেলে কাটান। পরে 'দৈনিক লোকসেবক', 'কৃষক', 'ঊষা' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। উত্তরকালে 'চারণকবি' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। রবীন্দ্রকাব্য ও তাঁর জীবনের একজন বিশিষ্ট সমালোচক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গ্রন্থ 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' ১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ থেকে কৃষ্ণনগরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার' নামক সংস্থার মাধ্যমে সমাজ-গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে নদিয়া জেলার বড় আন্দুলিয়ার পল্লি-পরিবেশে আমৃত্যু গঠনমূলক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে লিপ্ত ছিলেন। সমাজ-সংগঠক ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে লোক সেবা শিবির স্থাপন করেন।

[Read More](#)



রৌদ্রের পালক



শিবশঙ্কর পাল

রৌদ্রের পালক

উৎপলকুমার বসুর জীবন ও কবিতা

৩৬০ টা.

উৎপলকুমার বসু তাঁর স্বকাল বা উত্তরকালে সেভাবে চর্চিত হননি। সমকালের শঙ্খ-শক্তি-সুনীলরা ছিলেন অধিক পরিচিত, প্রচারিত। অথচ শক্তি, সুনীলের সঙ্গে তাঁর সময় কেটেছে। কবিতা নিয়ে একত্রে আড্ডায় মেতেছেন। গিঙ্গবার্গের সঙ্গে গড়ে উঠেছে হৃদয়তা। হাংরি আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। শঙ্খ-শক্তি-সুনীলের কাব্যগুলি যে-চেতনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, উৎপল সে-সব থেকে ভিন্ন স্বরাস্ফে অবস্থান করতেন। তাঁর কবিতা প্রচলিত কাব্যধারার বিপরীতে; স্বরসৃজন-শব্দবয়ন ভাবভঙ্গিমায় কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে গঠন করেছিল। তাঁর হৃদিশ বাংলা পাঠকবর্গ খুব একটা রাখেনি। অথচ যেখান থেকে বাংলা কবিতা নিয়ে তাঁর নতুন নতুন ভাবনাগুলি কবিতার একটা উৎসমুখ খুলে দেয়। কতরকম ভাবে কবিতাকে যে গড়ে তোলা যায়, তার নমুনা উৎপলকুমার বসুর কবিতা। তাঁর জীবন আমাদের প্রায় সকলের কাছে আজও অজ্ঞাত। এই কবির কবিমনের নানা প্রাপ্ত আজও স্বল্পশ্রুত। আজও সেসব কবিতার রূপ থেকে গেল গোপনে। এখানে সে-উদ্দেশ্যে তাঁর জীবন-কবিমন-কাব্যরূপ-

স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হল।

[Read More](#)

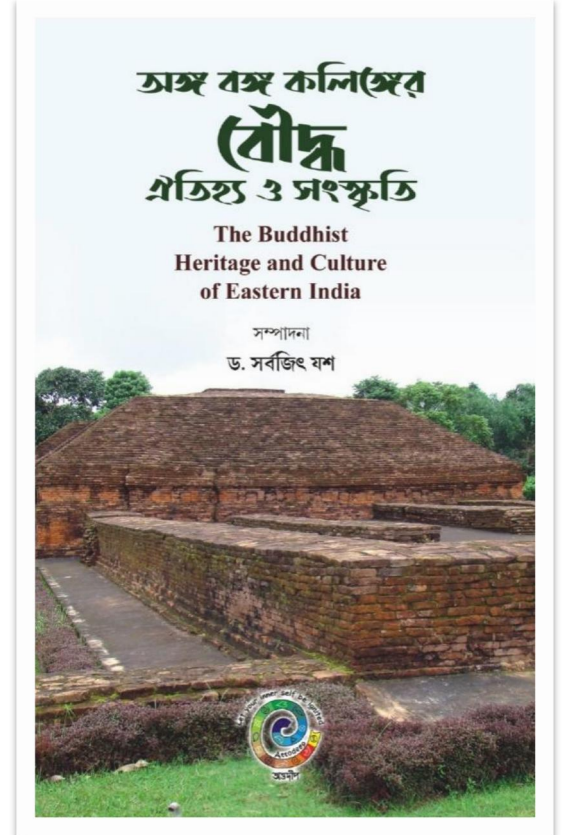
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

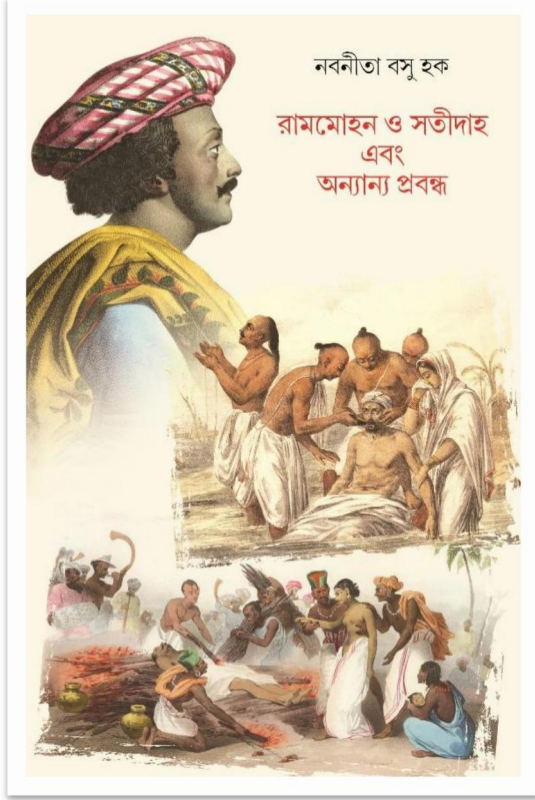
২৫০ টা.

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবৃত করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে, এই দেশের ভূমিতে এই ধর্ম কবে এবং কখন প্রথম এসেছিল। বুদ্ধদেব বাংলায় আসার প্রমাণ না থাকলেও, বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কাল থেকেই বাংলায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে পূর্ব ভারতে বিশেষত প্রাচীন বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস তুলে ধরার। এ ছাড়াও, হিউয়েন সাংয়ের পূর্ব ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে, তাঁর সময়ে পূর্ব ভারতে কোন্ কোন্ স্থানগুলি বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ছিল। এ ছাড়াও, বাংলার বিভিন্ন জেলায় বৌদ্ধধর্মের যে অস্তিত্ব আজও বর্তমান, তার অতীত সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। এ ছাড়াও, ওড়িশায় বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থের একটি বিশেষ আকর্ষণ— বৌদ্ধ কবি বঙ্গীশ থেরের কবিতা। এ ছাড়াও, বৌদ্ধ-রামায়ণ ও বৌদ্ধ-মহাভারত সম্পর্কেও তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি পাঠ করলে পাঠক বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পাবেন। সম্পাদনা: ড. সর্বজিৎ যশ। প্রকাশক: অন্তর্দীপ। লোক সেবা শিবির পরিবেশিত।

[Read More](#)



রামমোহন ও সতীদাহ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ



নবনীতা বসু হক

রামমোহন ও সতীদাহ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ

২৫০ টা.

সাহিত্য সমাজের চলমান চিত্রমালা। বাংলা সাহিত্যের মণিমুক্ত সাত সমুদ্র উপচানো। তার ভেতর থেকে নির্বাচন করে গবেষণা-সংকলন করা হয়েছে 'রামমোহন ও সতীদাহ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ'। নারীকেন্দ্রিক আলোচনা বেশিরভাগ লেখকের ভাবনায় কীভাবে এসেছে, নবনীতা বসু হক এই গ্রন্থে তারই সন্ধান করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের কর্ম ও সাহিত্যজীবন আলোচিত যেমন, তেমনি বাংলাদেশের প্রথিতযশা দুই লেখকের গ্রন্থ-আলোচনা সংকলিত বৃত্তে প্রবেশ করেছে। রয়েছে ছড়া ও মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

[Read More](#)

নীড়ের খোঁজে

ইউডিট হেরমান্ন
নীড়ের খোঁজে
৩০০ টা.

মেয়েটি থাকে এক শহরে, কাজ করে এক সিগারেট তৈরির কারখানায়। জীবনে সুযোগ এল এক জাদুকরের সহকারিণীর কাজ নিয়ে একটি বিলাসবহুল জাহাজে চড়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার। কিন্তু মেয়েটির সিদ্ধান্ত তাকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেল। আজ, অর্ধেক জীবন কাটার পর, হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় কবেকার ভুলে যাওয়া জীবনের সেই সন্ধিক্ষণের কথা। এখন সে থাকে উত্তরের সমুদ্রতটে, এক গ্রামাঞ্চলে। সেখানে নিজের জন্যে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সাবধানে এক বন্ধু নির্বাচন করেছে, আরেকবার একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। মেয়েটি কি ওখানেই থেকে যাবে, না কি আবার নতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে? লেখিকা ইউডিট হেরমান্ন লিখেছেন এক স্মৃতিচারণের গল্প, জীবনের বাঁকে সিদ্ধান্ত নেবার আর সেই সব মুহূর্তের যখন দ্বিধাবিভক্ত পথের একটি বেছে নিয়ে আবার নতুন যাত্রা শুরু হয়।

মূল জার্মান উপন্যাস 'দাহাইম'। লেখিকা ইউডিট হেরমান্ন। বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুনন্দা বসু।

[Read More](#)



উমাপতি কুমার : ময়দানের কুমারবাবু



উমাপতি কুমার: ময়দানের কুমারবাবু

গ্রন্থনা: আশিস হাজার

৩৬০ টা.

“I always greatly admired Kumar’s work at inside-left. He was possibly a more mature player than even the Bhaduries. I have never forgotten the shot scored with his left foot by which he beat Calcutta F. C. on the last occasion I saw the sides meet. It was scored at a range of 25-30 yards and was a goal to remember,” বলেছিলেন এইচ. জি. পুলার। ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শিল্ড ফাইনালের রেফারি ছিলেন এইচ. জি. পুলার। তিনি আবার একজন প্রখ্যাত ফুটবলারও ছিলেন, ছিলেন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অধিনায়ক।

পুলারের এই বক্তব্যেই বোঝা যায় উমাপতি কুমার কোন মানের খেলোয়াড় ছিলেন। পরবর্তীকালে মোহনবাগানের প্রশাসক হিসেবেও দক্ষতার পরিচয় রাখেন। ব্যক্তিজীবনেও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

উমাপতি কুমারের ১২৫তম জন্মবর্ষে তাঁর পরিবারের উদ্যোগে এই বইটি পাঠকের কাছে তুলে ধরা হল।

[Read More](#)

বন্দে মাতরম্ থেকে জনগণমন ও সেকাল স্বকাল

পবিত্রকুমার সরকার

বন্দে মাতরম্ থেকে জনগণমন ও সেকাল স্বকাল

৪০০ টা.

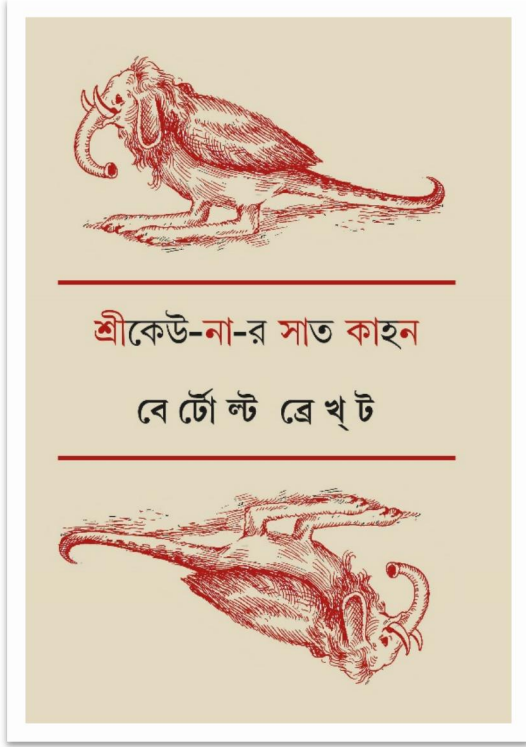
এই গ্রন্থের লেখক সাড়ে ছয় দশকের বেশি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। সংবাদ রচনার পাশাপাশি নানান সময়ে কিছু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার ইত্যাদি লিখেছেন। সেগুলি থেকে ছেচল্লিশটি বেছে নিয়ে এই রচনা সংকলন— ‘বন্দে মাতরম্ থেকে জনগণমন ও সেকাল স্বকাল’।

তত্ত্বমূলক মৌলিক প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, এই রচনাগুলি সেই জাতীয় নয়। মূলত ফিচার ও তথ্যমূলক লেখা। ছেচল্লিশটি লেখার মধ্যে ত্রিশটিতে রয়েছে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের আলোকপাত। ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ নজরুল প্রমুখের মধ্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট সময়কে, যাকে অনেকে বাংলার নবজাগরণ বলে থাকেন, ধরার চেষ্টা করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা তথা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের যে স্বাভাবিক ধারা রয়েছে, তা ঐ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। পেশাগত সূত্রে দীর্ঘদিন দৈনিক কালান্তরে কর্মরত থাকায় গ্রন্থের অনেক লেখা আগে নানা সময়ে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রতিদিন, সাপ্তাহিক বর্তমান, বিধাননগর পুর-বাতায়ন প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় অন্য লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি প্রকাশের সময়কাল ১৯৭২ থেকে ২০২২, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বা অর্ধ শতাব্দী। গ্রন্থে এগুলোকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

[Read More](#)



শ্রীকেউ-না-র সাত কাহন



কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকেউ-না-র সাত কাহন
বেটোন্ট ব্রেখট অনুসরণে
৩০০ টা.

সত্যজিৎ রায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আর প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, কাছাকাছি সময়ে
শুনিয়েছিলেন মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প। আকস্মিক নয়। ওঁদের মোল্লা,
আমাদের গোপাল ভাঁড়। জুল ভার্নের ক্যাপ্টেন নিমো, বা নানাসাহেব
ধুন্দুপস্থ। বেটোন্ট ব্রেখটের শ্রীকেউ-না।

শ্রীকেউ-না-র গল্পগুলো, এই বইতে তোড়ায় বাঁধা হল। সঙ্গে ব্রেখটের
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, মার্কিন সংসদে পেশ করা তাঁর জবানবন্দি,
বিবৃতি, আর সমকালের ঘটনাবলির (১৮৯৮ – ১৯৫৬) সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

[Read More](#)

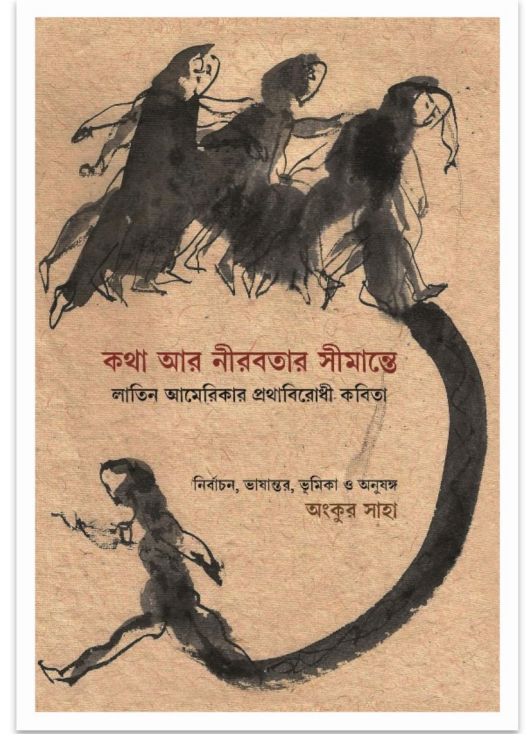
কথা আর নীরবতার সীমান্তে

কথা আর নীরবতার সীমান্তে

লাতিন আমেরিকার প্রথাবিরোধী কবিতা

২৭০ টা.

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের থেকে আসা মানুষের জাতি, সাহিত্য আর সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র লাতিন আমেরিকা। পঞ্চদশ শতক থেকে ইয়োরোপের আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (মূলত স্পেন, পর্তুগাল) থেকে দলে দলে দস্যুরা আসতে থাকে। ভূমিজ ইন্ডিয়ান যাঁরা এখানে বাস করেছেন হাজার হাজার বছর এবং গড়ে তুলেছেন মাইয়া, ইনকা, আসতেক প্রভৃতি সভ্যতার ভিত্তিভূমি – গণহত্যা ও আরও নানান উপায়ে তাঁদের মেরে ফেলা হয়েছে – কেবল বলিভিয়া, পেরু ও গুয়াতেমালায় তাঁরা দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। অন্য দেশগুলিতে তাঁদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ‘মেস্টিসো’ মূলত শ্বেতকায় পুরুষ ও ভূমিজ নারীর বর্ণসংকর প্রজাতি। এল সালভাদোর, পারাগুয়াই ও ওন্দুরাসে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্য কয়েকটি দেশে প্রধান সংখ্যালঘু। ‘মুলাটো’ ইয়োরোপ থেকে আসা শ্বেতকায় ও আফ্রিকা থেকে বলপূর্বক ধরে আনা কৃষ্ণকায় মানুষের মিশ্রণ, দোমিনিকান রিপাবলিকে এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্য দেশে সংখ্যায় খুবই কম। বাকি মানুষের মধ্যে রয়েছে ‘সামোস’ অর্থাৎ কৃষ্ণকায় ও ভূমিজ মানুষের মিশ্রণ আর খুব সামান্য কিছু কৃষ্ণকায় এবং এশিয়ার মানুষ। এই সব মানুষেরই অবদান রয়েছে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে।



প্রায় চার দশক ধরে কবি অংকুর সাহা লাতিন আমেরিকার কবি ও কবিতায় নিমগ্ন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করার সূত্রে এসপানিওল ভাষার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। এই প্রথম তাদের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হল গ্রন্থাকারে। এই সংকলনে তিনি নির্বাচন করেছেন বারোটি অনুবাদ-প্রবন্ধ, লাতিন আমেরিকার আটটি দেশ থেকে। আর্জেন্টিনা, চিলে, মেহিকো ও গুয়াতেমালার কবিদের দুটি করে এবং উরুগুয়াই, বেনেসুয়েলা, নিকারাগুয়া ও এল সালভাদোরের কবিদের একটি করে। নির্বাচন, ভাষান্তর, ভূমিকা ও অনুষঙ্গ: অংকুর সাহা

[Read More](#)

এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ

স্ট্যানলি কুবরিক

এ ব্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ

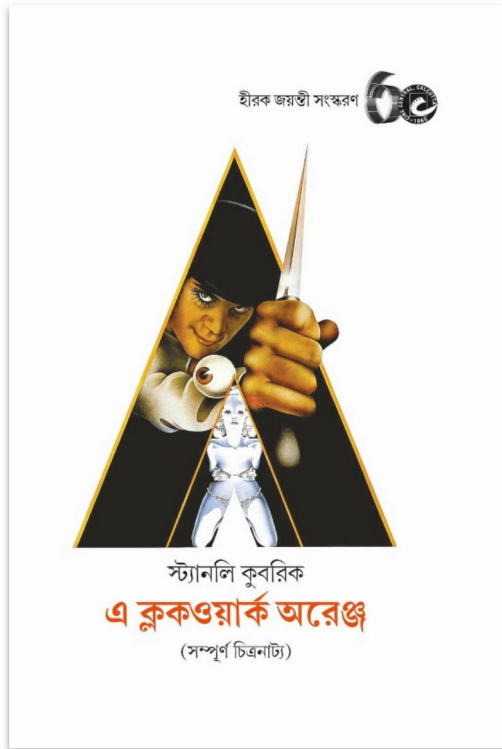
(সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য)

১৫০ টা.

দীর্ঘ ত্রিশ বছর আগে যখন এই চিত্রনাট্যটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন প্রেক্ষিতটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্ট্যানলি কুবরিকের বহুচর্চিত ও প্রবল বিতর্কিত ‘এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’ (১৯৭১) তখনও এ দেশে প্রদর্শিত হয়নি। এ ছবি নিয়ে চিত্রমোদীদের আগ্রহ ছিল গভীর।

পরিচালক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত অ্যান্থনি বার্গেসের লেখা ‘এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’ এ ছবির কাহিনি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পরিচালক স্ট্যানলি এক অদ্ভুত কাহিনি তুলে ধরেছেন কল্পনা আর বাস্তবতার মিশ্রণে, প্রধান চরিত্র অ্যালেক্সের মধ্য দিয়ে। এ ছবিতে তিনি তুলে ধরেছেন যুব সমাজের সামাজিক অবক্ষয় ও মনোবিকার, যেখানে রয়েছে প্রচণ্ড হিংস্রতা, উগ্র যৌনতা, মূল্যবোধহীন জীবন, রাষ্ট্র যেখানে প্রশয় দেয় নৈতিকতাকে।

‘এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’-এর মুক্তির পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু এ ছবি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ আজও কমেনি। সিনে সেন্ট্রালের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে চিত্রনাট্যটির একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করা হল। অনুবাদ: নির্মল ধর।

[Read More](#)

দুই জীবনের মাঝে

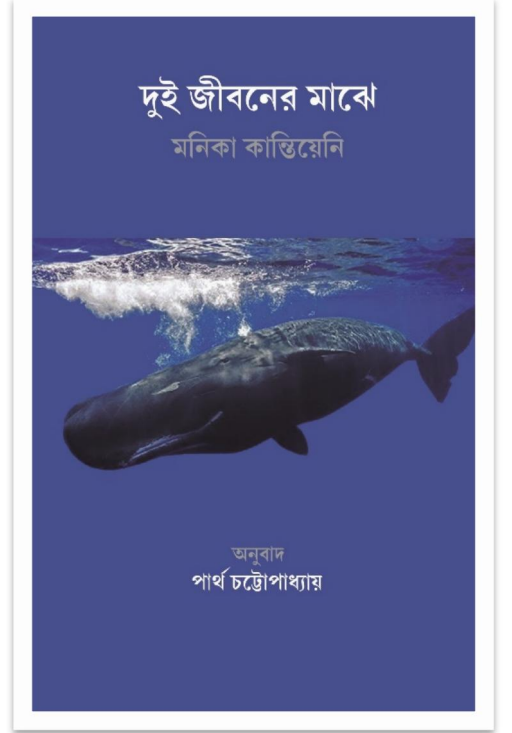
মনিকা কান্তিয়েনি
দুই জীবনের মাঝে
১৫০ টা.

বিলুপ্ত হয়ে চলা হাজার হাজার প্রাণ-প্রজাতির মত – লুভা আর কাতু – স্পার্ম-তিমির দুই শেষ প্রতিনিধি মৃত্যুর চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অনন্ত যাত্রাপথে, অথবা পুনর্জন্মের সম্ভাবনায়। অদূরে দাঁড়িয়ে ধীমান অথচ বিভেদ-জর্জরিত, প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মানুষ – মননে-মস্তিষ্কে অগোছালো, ছন্নছাড়া, বিপথ্য। কেমন করে লুভা আর কাতু এই ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে; তরুণ বেন-এর সত্তায় মিশে গিয়ে ভ্রান্তির দুর্বিপাক অতিক্রম করবে তারা? কেমন করে বাঁধা হবে সেতু, কেমন করে পরিচয়-সমাজ-সংস্কৃতির দূরত্বকে অতিক্রম করে স্থায়ী হবে বন্ধনের নিরন্তর প্রবাহ, নতুন করে বেঁচে উঠবে আমাদের আবাস এই গ্রহ – তা নিয়েই এই গল্প।

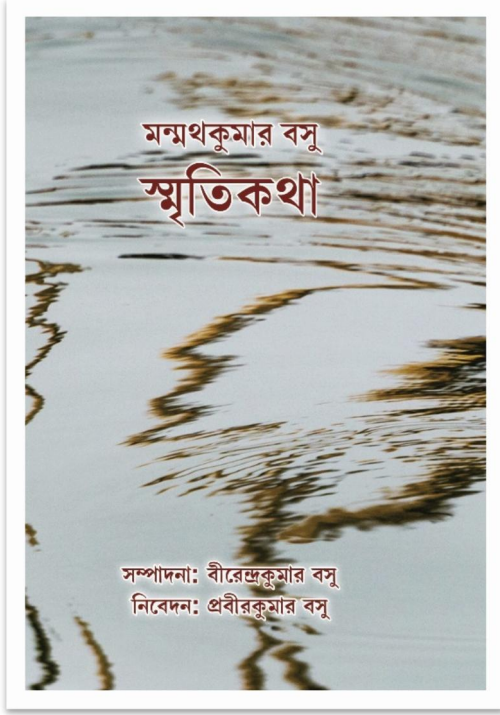
তরুণদের জন্য লেখা এই আখ্যানে সুইটজারল্যান্ডের লেখিকা মনিকা কান্তিয়েনি খুঁজে পান ভিন্ন পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা দুই তরুণের মধ্যে বন্ধুত্বের আশ্চর্য সম্ভাবনা। দেখতে চেষ্টা করেন ভোগবাদ, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কট আর বৈষম্যে দীর্ঘ সমাজকে। তাঁর কলমে ভর করে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মিশে যায় প্রাণ-প্রকৃতি।

এক ভিন্ন শৈলীতে, এ সময়ের তরুণদের লজ্জা, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ সংলাপের মধ্যে গাঁথা হয়েছে সমগ্র কাহিনী। জার্মানভাষাভাষী নবীনদের মধ্যে যে টিনএজ স্ল্যাং-এর চল রয়েছে, তা বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য করে তোলা অনুবাদকের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ, সমধিক আনন্দেরও বটে। সাহিত্য অনুবাদ একটি সৃজনশীল কাজ, দেশকাল পরিবর্তনের নিরিখে, ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতায় তার রূপ ও সজ্জা বিবর্তিত হয়ে চলে। সেই ধারায় এক বিনম্র সংযোজন-প্রয়াস এই অনুবাদ। অনুবাদ: পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

[Read More](#)



স্মৃতিকথা



মন্মথকুমার বসু

স্মৃতিকথা

৩০০ টা.

মন্মথকুমার বসুর জন্ম ১৮৪৮ সালে। তিনি সেই অর্থে স্বনামধন্য না হলেও, তাঁর জীবনে কিছু কাজকর্ম অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। তাছাড়া তিনি যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই বংশটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সতীশচন্দ্র মিত্রের দুই খণ্ডে লেখা ‘যশোর-খুলনার ইতিহাস’ গ্রন্থে এই বংশের উল্লেখ আছে। এই বইতে এই বংশের যে-কয়েকজনের নাম উল্লিখিত আছে, তাঁরা হলেন রাসবিহারী বসু, প্রসন্নকুমার বসু, নরেন্দ্রকুমার বসু ও বীরেন্দ্রকুমার বসু। প্রসন্নকুমার বসু উমাকান্ত বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। উমাকান্তের তৃতীয় পুত্র লেখক মন্মথনাথ বসু।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ও তাঁর ভাই রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে কলকাতার মলঙ্গা লেনে প্রসন্ন ও মন্মথ একসঙ্গে থাকতেন। গঙ্গাপ্রসাদের স্ত্রী জগত্তারিণী দেবী এবং রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী ভবতারিণীকে মন্মথ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিতেন।

মন্মথকুমার বসুর এই স্মৃতিকথা থেকে উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগের বাংলাদেশের একটা ছবি উঠে এসেছে। সম্পাদনা: বীরেন্দ্রকুমার বসু।

[Read More](#)

১৯৫৪-র ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন

সূর্য্যংশু ভট্টাচার্য

১৯৫৪-র ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন

এক স্মৃতিচারণা

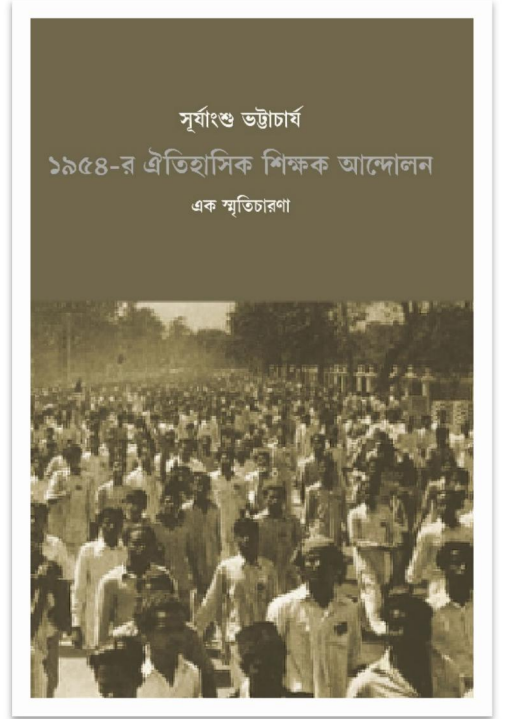
২০০ টা.

১৯৫৪-র শিক্ষক আন্দোলন কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম বৃহৎ শিক্ষক আন্দোলন। এই আন্দোলন সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর এক সূত্রে, এক লক্ষ্যে বাঁধা রইল না। তার ৭ বছরের মাথায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা দলমত নির্বিশেষে আবার একবার কলকাতার রাজপথে নেমে তাঁদের সাম্মানিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার দাবি করলেন। ততদিনে শিক্ষকদের সাম্মানিকের নাম ‘মজুরি’ হয়ে গেছে।

‘৫৪-র শিক্ষক আন্দোলন স্মরণীয়। কারণ, রাজনৈতিক দলাদলি ভেদাভেদ না করে সেই আন্দোলনে বিরাট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাই সামিল হয়েছিলেন। এমনকী, যে-দল তখন সরকারের গদিতে সমাসীন, সেই কংগ্রেসের শিক্ষকেরাও, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত আজকের দিনে সব শিক্ষক সমিতির কাছেই পথপ্রদর্শক।

এই বইয়ের লেখক নবতিপর সূর্য্যংশু ভট্টাচার্য তখন সদ্য শিক্ষকজীবনে প্রবেশের মুখে। তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। যার প্রভাব তাঁর কর্মজীবনে প্রকটভাবে পড়ে। এখানে তিনি সেই আন্দোলনের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

[Read More](#)



সেই মহাবরষার রাঙা জল

বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত

সেই মহাবরষার রাঙা জল

১০০ টা.

“‘সেই মহাবরষার রাঙা জল’ লেখাটি ১৩৭৫ সালের শারদীয়া ‘কম্পাস’-এ প্রকাশিত হয়। ‘কম্পাস’ এই লেখাটির জন্য গর্বিত। এমন চিত্র উদ্বেলকারী স্মৃতিচারণা বাংলা ভাষাতেই দুর্লভ বলা চলে। এরকম অন্তরের অশ্রুজল দিয়ে লেখা সযত্নসম্বিত অম্লান বেদনাবোধ থেকেই আসে, হয়তো বারবার আসে না, বিভূতিদা নিজেও বলেছেন, যখন আমরা অনেকেই অনুরোধ করেছি, আরও লিখুন। ... এমন লেখা নিজের গুণেই মহিমাম্বিত, সৌন্দর্যে, বেদনায় ও অনুভূতিতে কালোত্তীর্ণ এক সৃষ্টি।

“লেখাটা লম্বা নয়, লম্বা করার চেষ্টাও করা হয়নি, ইনিয়োরিনিয়োর বাড়িয়ে বৃহৎ কোন গ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা নেই। এ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ঋজু, ভাবসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অমূল্য মানবিক ও ঐতিহাসিক দলিল। যেন একটা বৃহৎ সংগ্রামী যুগের ঘনসন্নিবিষ্ট ঘনীভূত এক স্তব্ধ অথচ বাঙালি ছবি, যার অনুরণন সর্বকালে সকল সহৃদয় পাঠককে ক্ষণেকের জন্য হলেও স্তম্ভিত বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলবে। যতবার পড়েছি, ততবার এই বিস্ময় অনুভব করেছি। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ভারাক্রান্তও হয়েছে।

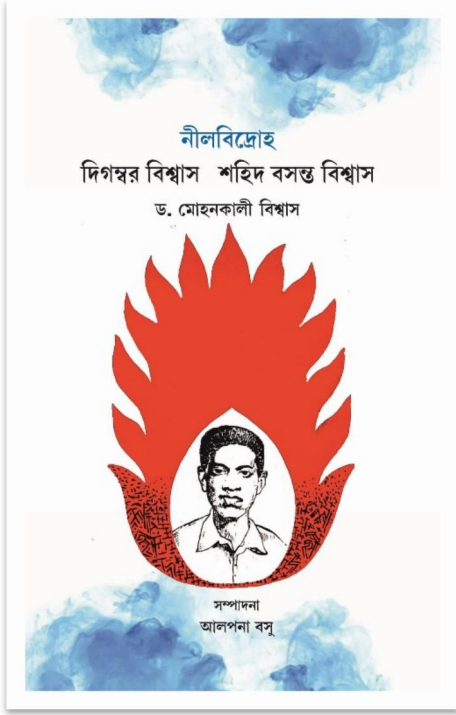
“স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে শহিদরা যে দৃঢ় প্রত্যয়, বিশ্বাস ও স্বপ্ন নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে গেছেন, সেই মহিমাময় ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে বিভূতিদার এই লেখাটি হয়তো আমাদের মত যারা দীর্ঘজীবী তাদের সকলকেই একই সঙ্গে অভিভূত ও লজ্জিত করবে। এ জাতীয় ঘটনার সাক্ষ্য হয়তো আমরা অনেকেই কিছু কিছু দিতে পারি, কেননা অনেকেই এই পথ অনুসরণ করে জীবন উৎসর্গ করার পণ করেছিলাম, কিন্তু গুঁদের সঙ্গে মরতে না পেরেই হয়তো আমাদের সত্যিকার মরণ হয়েছে, কোথায় যেন একটা অপরাধ হয়ে আছে।”— পান্নালাল দাশগুপ্ত

[Read More](#)



নীল বিদ্রোহ দিগম্বর বিশ্বাস শহিদ বসন্ত বিশ্বাস

ড.



মোহনকালী বিশ্বাস

নীল বিদ্রোহ

দিগম্বর বিশ্বাস শহিদ বসন্ত বিশ্বাস

১৮০ টা.

ভারতের ইতিহাসের অন্যতম এক উজ্জ্বল অধ্যায় হল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এর পটভূমি রচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটিতে লেখক কেবল নীলচাষীদের আন্দোলনের কথাই ব্যক্ত করেননি, সেই সঙ্গে তিতুমিরের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। লেখক ড. মোহনকালী বিশ্বাস এই বইতে নীলবিদ্রোহের নায়ক দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, বৈদ্যনাথ সর্দার, বিশ্বনাথ সর্দার, মেঘাই সর্দার প্রমুখ সংগ্রামীর জীবন ও আত্মোৎসর্গের কথা যেমন বলেছেন, সেইসঙ্গে তাঁদেরই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দিগম্বর বিশ্বাসের উত্তরসূরি বসন্ত বিশ্বাস স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদানের মাধ্যমে যে সংগ্রামী জীবন পরিচালনা করেছেন, তারও ইতিহাস মোটামুটি বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেছেন।

[Read More](#)

শব্দসুখ

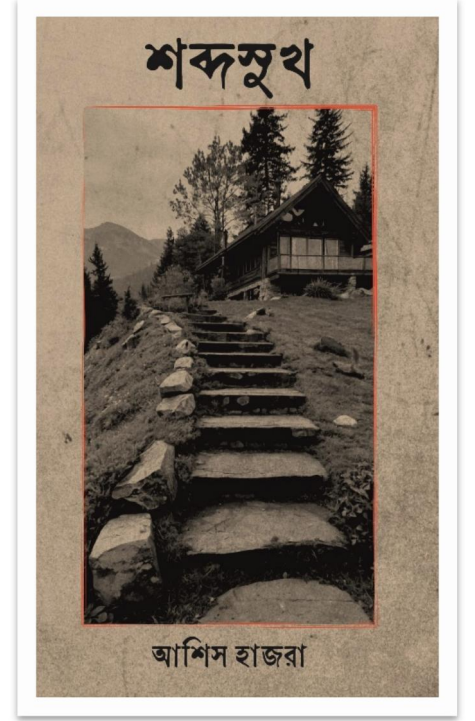
আশিস হাজারা

শব্দসুখ

১৮০ টা.

যে-কোন মানুষ তার নিজের মত করে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কেউ গান গেয়ে, ছবি এঁকে, আবৃত্তি করে, গান লিখে, নাটক রচনা করে বা অন্তত কথা বলে। আমিও নিজের ভাব প্রকাশ করার কথা ভেবেছি, সেই ছোটবেলা থেকেই: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলাটা ছিল বাল্যকালের একটা নেশার মতো। কবিতা বলার শখ, আমার প্রাণের খুব কাছের। সেই কবিতাকে অনুসরণ করতে করতে, একদিন হঠাৎ তার মুখোমুখি দাঁড়ানো! অনুভব করা, কবিতাই আমার অবলম্বন। তাকে লালন করতে শুরু করা সেই থেকে। কবিতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেতে শুরু করলাম। দুজনা দুজনার হাত ধরাধরি করে আজ হলাম আপনাদের মুখোমুখি। আমাদের নমস্কার গ্রহণ করবেন। আর ভালো লাগলে, সুযোগ দেবেন এবং আশীর্বাদ করবেন আরো দীর্ঘ সময় ধরে যেন আমরা আরো অনেকটা পথ একসাথে হাঁটতে পারি— প্রাণ থেকে প্রাণে, একটি হৃদয় হতে আরেকটিতে। — আশিস হাজারা

[Read More](#)



ফিরে দেখা

রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়

ফিরে দেখা

২২৫ টা.

এই বইতে লেখিকা রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায় তাঁর পারিবারিক স্মৃতির অ্যালবাম থেকে নানা মণিরত্ন তুলে এনে সাজিয়েছেন। এখানে বর্ণিত হয়েছে প্রবাসী বাঙালিদের জীবন, পুরনো শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছাত্র সুহৃৎ ও জীবনীকার প্রভাতকুমারের সম্পর্কে অনেক ব্যক্তিগত অজানা তথ্য। এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে লেখিকা এই ঘটনাগুলিকে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা তিনটি কাহিনি— ‘বেয়াল্লিশের দিনগুলি’, ‘অগ্নিযুগের কাহিনি’ আর ‘প্রাচীর’। বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দেশবিভাগ, দাঙ্গা এই কাহিনির মূল উপজীব্য। তিন নারীর – সুহাসিনী, ফুল্লরানি ও দীপাবলি – অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়েছে। তবে এদের প্রত্যেকের মধ্যে যোগসূত্র আছে, যেটা ক্লাইম্যাক্সে বোঝা যাবে। ‘বেয়াল্লিশের দিনগুলি’, ‘অগ্নিযুগের কাহিনি’, ‘প্রাচীর’— এই তিনটি আলাদা গল্প হলেও, তাদের মধ্যে কোথাও একটা যোগ আছে। সেটা বাংলার মাটি, রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন।

বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছে লেখিকার মাতামহীর মুখ থেকে শোনা স্মৃতিচারণার অনুলিখন, যা-ও খুবই চিত্তাকর্ষক।

[Read More](#)



ভ্রমি বিস্ময়ে

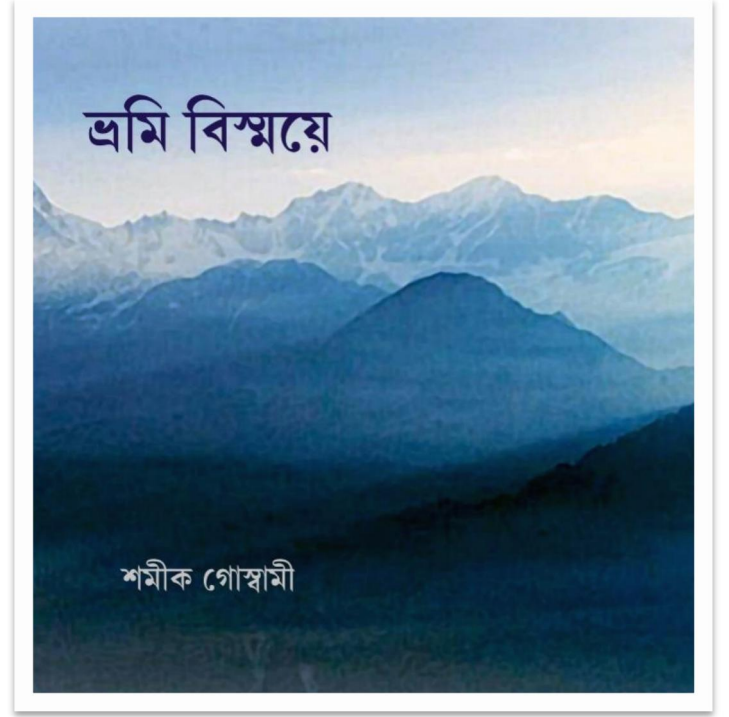
শমীক গোস্বামী

ভ্রমি বিস্ময়ে

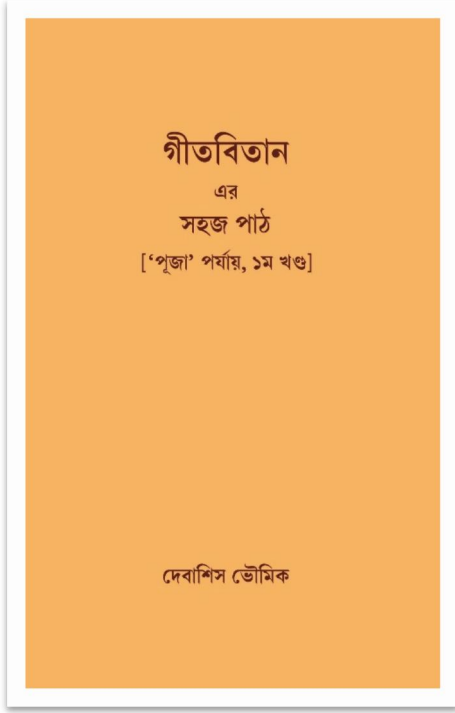
২৪০ টা.

‘ভ্রমি বিস্ময়ে’ কোনো গতানুগতিক ট্রাভেলগ নয়। লেখকের কথায়, কোথায় গেলাম, কোথায় খেললাম, কোথায় উঠলাম, নিছকই সেই সব সালতামামি নয়। প্রকৃতির বিবরণের সঙ্গে আছে নানা রঙের মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া, আলাপ হওয়ার অদ্ভুত বিবৃতি। লেখকের বিস্তৃত বিদেশ ভ্রমণের থেকে যেন তুলে নিয়ে আসা এক আঁজলা টাটকা জল, এক বলক নির্ভেজাল বাতাস। বইটির পরতে পরতে তাই আছে নানা ঘটনা, নানা চমকের টান টান বুনোট আর মন ভালো বা খারাপ করার ধারাপাত।

Read More



গীতবিতান এর সহজ পাঠ



দেবশিশু ভৌমিক

গীতবিতান এর সহজ পাঠ

৬০০ টা.

গান শ্রুতিনির্ভর বিনোদন— কথাটা অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, রবীন্দ্রগানের ক্ষেত্রে তা পূর্ণসত্য বলে এই গ্রন্থের লেখক মনে করেন নি কখনো। রবীন্দ্রনাথের গান শ্রুতিনির্ভর জীবনপথের অবিচ্ছেদ্য পাথেয়। তা কেবল নিছক বিনোদন নয়।

কবির অন্তরের কথা যে একদিন পৃথিবীর অন্তরের কথা হয়ে উঠবে, সে বিশ্বাস হয়তো কবির খানিকটা ছিল। উত্তরকালের অজস্র শ্রোতার মতো এই গ্রন্থের লেখকও ‘গীতবিতান’-এর গানগুলি বারবার শুনেছেন এবং সে গানের বাণী ও সুরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। জীবনদায়ী পথের মতো রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে নির্জনে ও সজনে। আটপৌরে ধ্বস্ত জীবনে প্রতিনিয়ত মন বিচলিত হয়। সেটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের গান সেই

বিচলনের ওপর শুষ্কফার মতো। মন শান্ত হয় সে গানের সুরে, বাণীতে। পরের প্রতিকূলতার জন্য তৈরি থাকতে সাহায্য করে মনকে। ‘গীতবিতান’-এর গানে অবগাহন করে সত্তাকে সত্যস্নাত করতে লেখক তৎপর থেকেছেন সারাজীবন। এরই একটা উপস্থাপনীয় আবেদন— ‘গীতবিতান এর সহজ পাঠ’।

‘গীতবিতান এর সহজ পাঠ’ রবীন্দ্রগানের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বই নয়। একটি রবীন্দ্রগান শোনবার আগে শ্রোতা হিসেবে লেখকের মানসিক স্থিতি কেমন ছিল, অতঃপর সেই গানটা শোনবার পর তাঁর বিচলিত হৃদয়ে তা কী ভাবে দোলা দিয়েছে, শুধু সেইটুকুই উল্লেখ করবার জন্যে এ গ্রন্থের অবতারণা। রবীন্দ্রনাথের গানকে বুকে আগলে রাখার এই একান্ত নির্জনতাটুকুই কেবলমাত্র ধরা রইল ‘গীতবিতান এর সহজ পাঠ’-এ।

‘গীতবিতান’-এর ‘পূজা’ পর্যায়ের সর্বমোট ছশো সতেরোটি গান নিয়েই ‘গীতবিতান এর সহজ পাঠ’। প্রথম খণ্ডে থাকছে এক থেকে তিনশো পর্যন্ত গান। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে বাকি তিনশো সতেরোটি গান।

[Read More](#)

ধারালো বিবরণী

লেখক: শোভন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা: রোশনী মুখোপাধ্যায় ও গৌতম মোদক

ধারালো বিবরণী

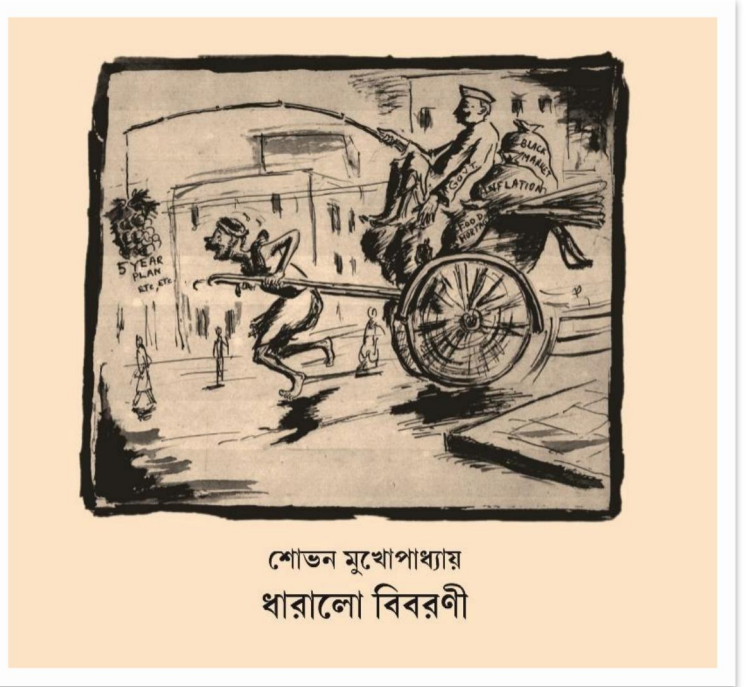
৪০০ টা.

শোভন মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতা ও ছড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। প্রথমত, তাঁর জন্মের একশো বছর পূর্তিতে এই বইটি একটি শ্রদ্ধার্থ্য। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দিতে তিনি কেবল শুধুমাত্র নিমজ্জিত ছিলেন না, তা বোঝা যায়, আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরেও, তৎকালীন ও আজকের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে নিয়ে কৌতুকপূর্ণ লেখা ও ছবিতে, যা আজও যুগোপযোগী। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সহচর্যে, পারিবারিক সূত্রেও, তাঁর যে চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি, সেটা আরও বড় পরিসরে নিয়ে আসা এই বইটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রমথনাথ বিশী 'শান্তিনিকেতন' বইটিতে তাঁর ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা কৌতুকপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতাই আশ্রমিক শোভন

মুখোপাধ্যায়ের লেখা, ছবিতে প্রবাহিত হয়েছিল। একই ভাবে, অমিতাভ চৌধুরী ও অনন্যদাশংকর রায়ের লেখার কথাও মনে করা যেতে পারে। এই ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখা ও মনে রাখার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল শোভন মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও ছবি।

Read More



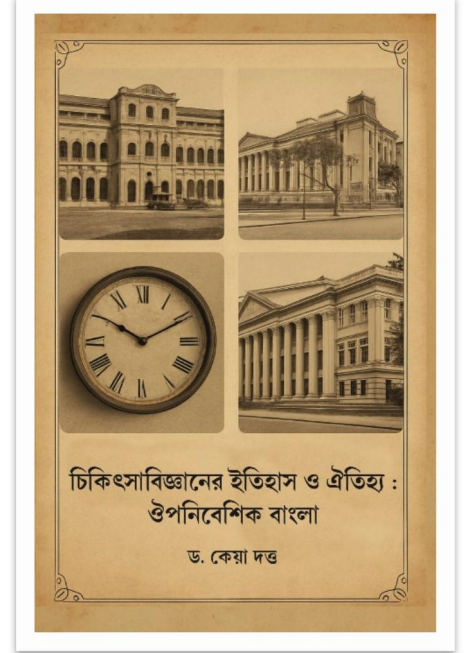
শোভন মুখোপাধ্যায়
ধারালো বিবরণী

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য: ঔপনিবেশিক বাংলা

কেয়া দত্ত

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য: ঔপনিবেশিক বাংলা
৩৬০ টা.

সভ্যতার বিকাশে যেকোন দেশে এবং যেকোন যুগে একদিকে যেমন চাই শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ, অন্যদিকে তেমন প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনার প্রাথমিক পরিচয় মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক। জব চার্নকের পদাপর্ণের পর থেকে কলকাতার বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছে তার প্রয়োজন অনুসারে। সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোন ছাপ পড়েনি। সাধারণ টোল, মাদ্রাসাতে যেমন চলত শিক্ষাচর্চা, তেমন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসা চলত আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতেই। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে ঊনবিংশ শতক থেকে। ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাবে প্রভাবিত হয় ভারতবর্ষ তথা বাংলা। বাংলার বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষের মাধ্যমেই প্রবাহিত হতে থাকে নবজাগরণের প্রবাহ। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলিকে বিতাড়িত করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞানালোকের সংস্পর্শে এসে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জন্ম হয় আধুনিকতার মূল্যবোধ, যার মূল চালিকাশক্তি ছিল বিজ্ঞান। গবেষকরা এই প্রতিক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা করেছেন ‘ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানপর্ব’ হিসাবে। সমকালীন সময়ে রক্ষণশীল এবং প্রগতিবাদীদের মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক থাকলেও, উভয়পক্ষই কিন্তু অনুধাবন করেছিল যে, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের শক্তি ও অবস্থার পার্থক্যের মূলে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সেই কারণেই ঊনবিংশ শতকের বাংলায় আধুনিকতার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের প্রক্রিয়াও শুরু হয় বাংলায় এই পর্বেই।



১৮১৩-৩৫ সাল বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে একটি পরিবর্তনসূচক পর্ব। ১৮১৩ সালে কোম্পানি প্রথম একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিল যার দ্বারা বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার ধ্বজাধারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু, ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের শিক্ষানীতি অনুসারে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয় তাতে কলাবিদ্যা এবং ইংরেজি শিক্ষাই প্রাধান্য পায়। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সহজপাঠ ছাড়া এতে প্রকৃত বিজ্ঞানের স্থান ছিল না। বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ভারতবাসীকে স্বয়ংস্তর করার কোন সদুদ্দেশ্য সরকারের ছিল না। শাসকবর্গের নীরোগ থাকার প্রয়োজনে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করা হত। সে কারণে হাসপাতালগুলি খোলা হয়েছিল এবং প্রচলিত আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ঘটতে লাগল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে।

[Read More](#)

সম্প্রীতির শিকড় সন্ধানে

আব্দুল অলিল
সম্প্রীতির শিকড় সন্ধানে
৫০০ টা.

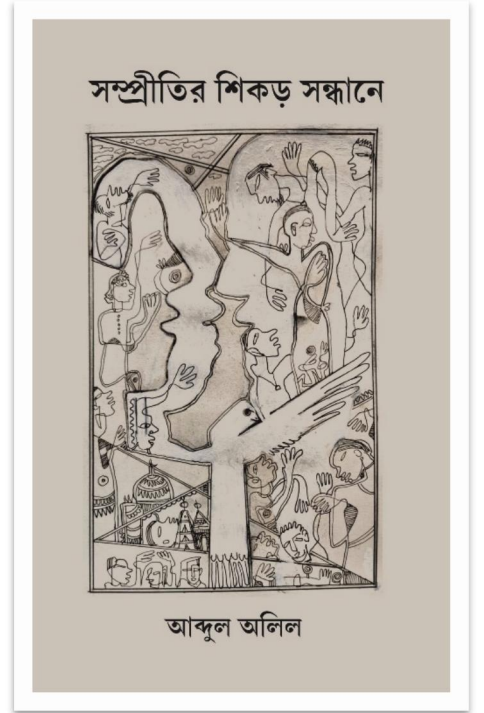
‘সম্প্রীতির শিকড় সন্ধানে’ বইটি আব্দুল অলিলের তৃতীয় গ্রন্থ। দেশের বর্তমান অবস্থায় যখন ধর্মান্তার করাল ছায়া রাজনীতিকে ও রাষ্ট্রনীতিকে অনেকখানিগ্রাস করেছে, তখন এমন জাতীয় কাজের মূল্য খুবই বেশি। এই বইতে লেখক জটিল তত্ত্বমূলক, গুরুগম্ভীর লেখা লেখেননি, জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতাসঞ্চার বিষয়গুলি সাজিয়ে দিয়েছেন মাত্র, যা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি এ দেশের সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের মূল ধারাটিকে। লেখক অনেকটাই সম্প্রীতির উৎসমূলে পৌঁছেছেন। ইদানীং দেশের মধ্যে জাতিগত হিংসা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ জাতীয় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তিনি বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন, বহুত্ববাদের পরস্পরায় গড়ে ওঠা এই বাংলা বা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতিকে উপেক্ষা করে দেশ গঠন বা কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, ধর্মীয় বিভাজন বা হিংসার মতো ঘটনা যত বাড়বে, সমাজ ও দেশ তত বেশি দুর্বল হবে।

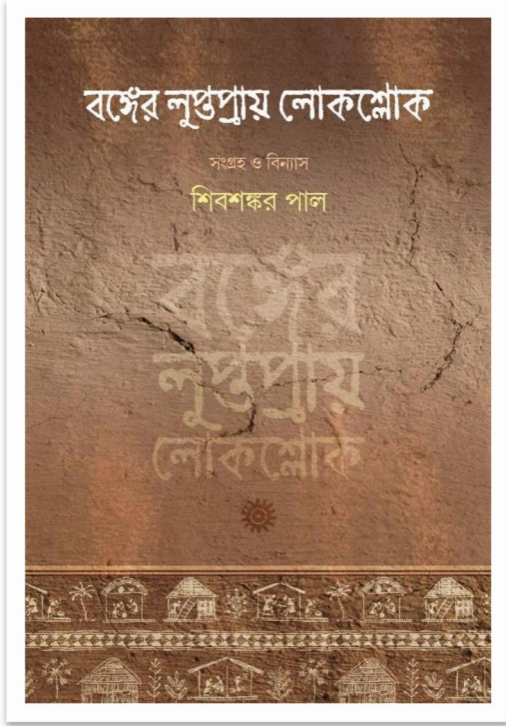
মানুষের মধ্যে অস্থিরতা, আতঙ্ক বাড়বে, বিপদের মুখোমুখি হতে হবে, দারিদ্র ও আরও নানা সামাজিক সমস্যা চেপে বসবে। ভারতের বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো মামুলি বিষয় নয়। দেশ কীভাবে চলবে, এই মূলমন্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই দেশের সংবিধান রচিত হয়েছে। এই বিপদ থেকে আমাদের মুক্তির উপায়— ধর্মমুক্ত রাজনীতি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্পর্ক, চেনা, জানা, সংস্কৃতির আদানপ্রদান ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলমন্ত্র জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রায় ৩০ বছর ধরে ‘কালান্তর’ ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব থেকে ৫০টি বেছে নিয়ে এই সংকলন।

Read More



বঙ্গের লুপ্তপ্রায় লোকশ্লোক



বঙ্গের লুপ্তপ্রায় লোকশ্লোক
২৪০ টা.

শ্লোক বা প্রবাদ এক প্রকার নীতিকথা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার হল প্রবাদ বা সেসব গ্রামীণ শ্লোক শ্লোকের অভ্যন্তরে থাকে কোনো একটি ঘটনা বা পরিস্থিতির মূলকথা। সেখানে থাকে নীতিকথা, জনশিক্ষা, তত্ত্বকথা, পরামর্শ, সতর্কতা, সাবধানতা, শঠতা, ব্যঙ্গ, উপহাস, হেঁয়ালি প্রভৃতি এ সব জনপ্রবাদ বা জনশ্লোক থেকে বুঝে নেওয়া যায় নানা অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য, উচ্চারণ-বিবিধতা, ঘরে-বাইরের কাজকর্ম, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় আচরণ, ঠিক-ভুল, মানবধর্ম, সংসারজীবন, উপকারিতা, সাহায্য-সহানুভূতি, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রকৃতি প্রভৃতি। আবার এদের নানা গোত্রও ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—মানবচরিত্রকেন্দ্রিক, সংসারকেন্দ্রিক, আচার-আচরণ-সংস্কারকেন্দ্রিক, খাদ্যাভ্যাসকেন্দ্রিক, নারীকেন্দ্রিক, চাষবাসকেন্দ্রিক প্রভৃতি।

প্রবাদ-প্রবচন-শ্লোক আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যা এককালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। মা, মেয়েদের কথায় কথায় শোনা

যেত। বর্তমানে শ্লোক বা প্রবাদের ব্যবহার দিন দিন কমছে। কাজের নিরিখে, বিষয়ের নিরিখে মুখে মুখে ফিরত শ্লোক-পাঁচালি। একালে এসে যা পরিণত হয়েছে সংরক্ষণের বিষয়ে। কিছু শ্লোক-প্রবাদ একেবারে অবলুপ্ত। কিছু খুবই কম শোনা যায়। যা মৃতপ্রায়। লুপ্তপ্রায়। সে-সব লুপ্তপ্রায় বা মরতে বসা কিছু গ্রাম্য শ্লোক এখানে রাখা হল। যা এখনও গ্রাম-গঞ্জ-নগরে কদাচিৎ শোনা যায়। তা যথেষ্ট অর্থবহ। তাৎপর্যপূর্ণ। ততোধিক কালের জীবনযাত্রা, অভিজ্ঞতার সারাংশ। এখানে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ বঙ্গের সে-রকম কিছু শ্লোক তুলে ধরা হল। শুধু অঞ্চল নয়, এখানে নানা জনজাতিরও কিছু কিছু লোকশ্লোক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মেচ, রাভা, টোটো, রাখাইন, লিম্বু, ডুকপা, সাদরি প্রভৃতি। যা স্বল্পশ্রুত। স্বল্পব্যবহৃত। প্রায় অবলুপ্ত। সংগ্রহ ও বিন্যাস: শিবশঙ্কর পাল।

[Read More](#)